৫ম বর্ষ, ১০৩তম সংখ্যা
১৭ আগস্ট ২০২১

বুলেটিন

একটি পাক্ষিক সংবাদ বিশ্লেষণমূলক পত্রিকা

আফগানিস্তানে একটি স্থিতিশীল সরকার গড়ে উঠুক
- আমীরে জামায়াত ডা. শফিকুর রহমান

- আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতায় আবারও তালেবান
- জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের চিঠি: গুম হওয়া ৩৪ জন কোথায়?
- দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ বাণিজ্য ঘাটতি
- যুব সমাজকে মাদক ও অনৈতিক কর্মকান্ডের ছোবল থেকে উদ্ধার করতে হবে
- শহীদ আব্দুল মালেক আমাদের বাতিঘর

বুলেটিন

৫ম বর্ষ, ১০৩তম সংখ্যা

১৭ আগস্ট ২০২১

প্রধান সম্পাদক

মতিউর রহমান আকন্দ

নির্বাহী সম্পাদক

এইচ এ লিটন

কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

সম্পাদকীয়

স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার কোনো বিকল্প নেই

ঈদের কয়েকদিন ছাড়া টানা প্রায় চার মাস কঠোর বা শিথিল বিধিনিষেধের মধ্যে ছিল দেশ। ১১ আগস্ট বুধবার ভোর থেকে সেই বিধিনিষেধ উঠে গেছে। আর তাতেই পুরোনো চেহারায় ফিরেছে সমগ্র দেশ। মনেই হচ্ছে না যে, কোভিড-১৯ নামের এক ভয়ংকর মহামারির কবলে রয়েছে দেশ। প্রায় সর্বত্রই উপেক্ষিত হয়েছে স্বাস্থ্যবিধি। এ অবস্থায় করোনা সংক্রমণ যে আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

দেশের করোনা পরিস্থিতি মোটেও ভালো নয়। প্রতিদিনই আড়াইশর কম-বেশি মানুষ মারা যাচ্ছেন। সংক্রমণের হার যদিও কিছুটা নিম্নগামী, শতকরা হিসাবে তা এখন ২৪-২৫। বর্তমানে সমগ্র দেশ যেভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে, তাতে সংক্রমণের এই হার বেড়ে যেতে থাকলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা যা, তাতে করোনা রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকলে তাদের সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। এখনই করোনার সব রোগীকে সুচিকিৎসা দেওয়া যাচ্ছে না।

অক্সিজেনের অভাবে মারা গেছেন অনেকেই। তাই আমরা করোনা প্রতিরোধের ওপর পৌনঃপুনিকভাবে জোর দিয়েছি। আর করোনা প্রতিরোধের উপায় হচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্দেশিত উপায়গুলো মেনে চলা। এই উপায়গুলো হলো-মুখে মাস্ক পরা, ঘনঘন হাত ধোয়া, সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা এবং টিকা নেওয়া। দেশে টিকাদান কর্মসূচি চলমান রয়েছে বটে, তবে টিকা প্রদানযোগ্য ১২-১৩ কোটি মানুষকে টিকা দেওয়ার বিষয়টি এখনো অনিশ্চিত অবস্থায় রয়েছে।

বস্তুত, দেশে টিকার চাহিদা অন্তত ২৫ কোটি। সে তুলনায় আমাদের হাতে রয়েছে এর ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। ফলে যতদিন না আমরা সবাইকে টিকার আওতায় আনতে পারছি, ততদিন অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধির ওপর জোর দিতে হবে।

অবশ্য টিকা গ্রহণ করলেই যে স্বাস্থ্যবিধির অন্যান্য বিষয় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে, তা-ও নয়। বস্তুত, মুখে মাস্ক পরার বিষয়টি আমাদের অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। আমরা যেমন শার্ট, প্যান্ট, শাড়ি পরি, পায়ে পরি স্যান্ডেল অথবা জুতা, তেমনি মাস্ক পরিধানকেও নিয়মের অন্তর্গত করে ফেলতে হবে।

সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার বিষয়টিকেও দেখতে হবে অতি গুরুত্বের সঙ্গে। জীবিকার স্বার্থে সব সময়ের জন্য কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা যেহেতু বাঞ্ছনীয় নয়, সেহেতু বেঁচে থাকতে হলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার কোনো বিকল্প নেই।

বিশেষ নিবন্ধ

আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতায় আবারও তালেবান

বিশ বছর আগে যে তালেবান নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল আফগানিস্তান থেকে, তারাই আবার ক্ষমতায় ফিরে এসেছে, অবিশ্বাস্য সাফল্যে এবং নাটকীয়ভাবে। স্বল্প সময়ের মধ্যে অতিদ্রুত শহরের পর শহর দখল করে রাজধানী পদানত করেছে তারা। শুধু যে আফগান বাহিনীকে হারিয়েছে তাই নয়, বিদায় দিয়েছে আমেরিকা ও ন্যাটো বাহিনীকেও। তালেবানের কাছে অসহায় 'আত্মসমর্পণ' করে পদত্যাগ করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট আশরাফ গণি। এর পরেই তিনি তাজিকিস্তানে আশ্রয় নেন।

আফগানিস্তানের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর তালেবান বলছে, আফগানিস্তানে যুদ্ধ শেষ হয়েছে। তালেবানের রাজনৈতিক কার্যালয়ের মুখপাত্র মোহাম্মদ নায়েম কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন। মোহাম্মদ নায়েম বলেন, আফগানিস্তানের জনগণ ও মুজাহিদিনদের জন্য আজ বিশাল এক দিন।' তারা গত ২০ বছরের প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগের ফল দেখতে পেয়েছে। 'আল্লাহর রহমতে দেশে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে।'

তালেবান ঘোষণা করেছে, আফগানিস্তানে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এবং শিগগিরই সরকার গঠন করা হবে। ১৫ আগস্ট রোববার তালেবান বাহিনী কাবুলে প্রবেশ করে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। মোহাম্মদ নাইম নামে তালেবানের ওই মুখপাত্র আল জাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, তালেবান বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকতে চায় না এবং শাসনের ধরন ও রাষ্ট্রীয় গঠন কাঠামো খুব শিগগিরই স্পষ্ট করা হবে। শরীয়াহ আইনের মধ্যে থেকেই নারী ও সংখ্যালঘুদের অধিকার নিশ্চিত করা হবে। একইসঙ্গে বাকস্বাধীনতাও নিশ্চিত করা হবে।

১৯৭৫ সালে যখন ভিয়েতকং গেরিলারা দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী সায়গন দখল করছিল, তখন আমেরিকানরা পালাচ্ছিল। তালেবানরা যখন আফগান রাজধানী কাবুল দখল করে, তখনও প্রতিপক্ষ প্রাণভয়ে পালিয়েছে। ৬০ থেকে ৭০ হাজারে তালেবান বাহিনীর সামনে দাঁড়াতে পারেনি অত্যাধুনিক মার্কিন অস্ত্রসজ্জিত ৩ লক্ষাধিক আফগান বাহিনী। খোদ আফগান প্রেসিডেন্ট দিনে হুঙ্কার দিয়ে রাতে পালিয়ে গেছেন পাশের দেশ তাজিকিস্তানে। তালেবানদের হটিয়ে গত বিশ বছরে আমেরিকা ২ ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করে আফগানিস্তানে।

পেন্টাগনের হিসাবে আফগানিস্তানের যুদ্ধের পেছনে ২ লক্ষ ২৬ হাজার কোটি ডলার খরচ করেছে আমেরিকা। যার মধ্যে আফগান সেনাদের প্রশিক্ষণ দিতেই খরচ হয়েছে ৮ হাজার ৯০০ কোটি ডলার। ২০২০ সালের একটি গোপন রিপোর্টে, যার পরে প্রকাশ্যে আসে, তাতে পেন্টাগন জানায়, সরাসরি যুদ্ধেই তাদের ৮১ হাজার ৫৭০ কোটি ডলার খরচ হয়েছে।

বিশ বছরের এতো খরচ ও আয়োজনের অব্যাহত চাপে ক্লান্ত আমেরিকা আফগানিস্তান ছেড়ে আসার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাতে বিশেষভাবে তৈরি আফগান বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়ে আর উজ্জীবিত হয় তালেবানরা। আফগান বাহিনী তিন মাস টিকে থাকতে পারবে মর্মে মার্কিন গোয়েন্দা রিপোর্ট ভুল প্রমাণ করে চার সপ্তাহের মাথায় তালেবানরা সারা দেশ এবং রাজধানী করায়ত্ত করে।

১৯৯৪ সালে পাহাড়ি কান্দাহারে প্রতিষ্ঠার দুই বছরের মধ্যে ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে ২০০১ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানে শাসন চালিয়েছিল তালেবানরা। মাঝের বিশ বছর আমেরিকার প্রত্যক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপ ও অংশগ্রহণে 'অনুগত সরকার' ছিল আফগানিস্তানে আর প্রতিরোধের যুদ্ধে লিপ্ত ছিল তালেবানরা। কুড়ি বছর পর তালেবানরা বিজয়ীর বেশে যখন কাবুলে প্রবেশ করে, তখন সারা বিশ্ব বিস্মিত। প্রবল পরাক্রমশালী আমেরিকা যাদেরকে সর্বাত্মক চেষ্টা করেও নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি, বরং ধ্বংসস্তূপ থেকে আরও শক্তি সঞ্চয় করে ক্ষমতা দখল করেছে এবং মাত্র ১০০ দিনে সারা দেশ ও প্রায়-বিনা যুদ্ধে রাজধানী পদানত করেছে যারা, তাদের প্রতি সারা বিশ্বের নজর থাকাটাই স্বাভাবিক।

নতুনভাবে তালেবানরা সবার নজরে আসে মে মাসে, যখন আফগানিস্তান থেকে সেনা সরাতে শুরু করে ন্যাটো। প্রাথমিকভাবে সরিয়ে নেওয়া হয় ৯ হাজার ৬০০ সৈন্য, যাদের মধ্যে আড়াই হাজার জন ছিলেন মার্কিন সেনা। আর ঠিক তখনই হেলমন্দ প্রদেশে আফগান সরকারি বাহিনীর সঙ্গে লড়াই শুরু করে তালেবানরা। মে মাসেই তারা কাবুলসহ দেশের বিভিন্ন অংশে শক্তি সঞ্চয় ও পাল্টা-আক্রমণ শুরু করে।

পরিস্থিতি তালেবানদের আরও নিয়ন্ত্রণে চলে আসে যখন আমেরিকা সেনা তুলে নিতে শুরু করে। তখন উত্তরাঞ্চলীয় শহরগুলো দখল করতে থাকে তারা এবং ইরান ও পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী কৌশলজনক এলাকাগুলো কব্জা করে। তারপর অবিশ্বাস্য দ্রুততায় তারা আফগানিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানীগুলো দখল করতে করতে চারদিক থেকে রাজধানী কাবুলে 'প্রায়-বিনা বাঁধা'য় প্রবেশের মাধ্যমে সারা বিশ্বকে বিস্মিত করে।

তবে আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, আজকের 'এই' তালেবান আর বিশ বছর আগের 'সেই' তালেবান একই গোষ্ঠী হলেও শক্তিতে, সামর্থ্যে, কৌশলে, কূটনীতিতে এক নয়। বরং বিশ বছরের মার্কিন প্রতিরোধ ঠেলে তারা অনেক 'পোক্ত' বলেই মন্তব্য করছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকগণ।

কারণ বিশ বছর আগে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে'র মুখে সেই তালেবান ছিল কোণঠাসা ও একঘরে। আর এই তালেবান মিত্র বেষ্টিত এবং 'সামাজিক-রাজনৈতিক-সামরিক' শক্তি সম্পন্ন। চীন তাদের সঙ্গে আপোস রফা করছে। তুরস্ক আলোচনার জন্য দরজা খুলে রেখেছে। পাকিস্তান পাশে আছে। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে তাদের মিত্রের অভাব নেই।

তালেবান কূটনীতি ও যুদ্ধকৌশলে অতীতে পিছিয়ে থাকলেও এখন তালেবান অনেকটাই এগিয়ে। দেশের বাইরে বন্ধুর মতোই রাজধানী কাবুল দখলের সময় সাধারণ ক্ষমা ও নৃশংসতা এড়িয়ে দেশের ভেতরেও বন্ধু বাড়িয়েছে তারা। তালেবানকে বর্বর, মধ্যযুগীয় বলা হলেও আল জাজিরা যখন রাজধানী কাবুল দখলরত ময়দানে ওয়ারদাকে বিজয়ী তালেবান বাহিনীর লাইভ করছিল, তখন নির্দিষ্ট একক ইউনিফরম ছাড়া আধা-প্রশিক্ষিত বাহিনীকে দেখাচ্ছিল সুশৃঙ্খল। আফগান প্রেসিডেন্ট ভবন দখলের সময়ও তারা ছিল মার্জিত, নিয়মতান্ত্রিক। যুদ্ধবিধ্বস্ত পরিস্থিতিতে অরাজকতা, আন্তঃদ্বন্দ্ব ও হিংসার বদলে শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সাফল্য দেখিয়েছে তারা। তালেবানের মধ্যে বর্বর ও বেপরোয়া মনোভাবের লেশ মাত্রও ছিল না। ছিল স্থিরতা ও মজবুতভাবে ক্ষমতা কব্জা করার মতো দৃশ্যমান ধৈর্য্য।

প্রায়-রক্তপাতহীন বিজয়ের পর পরই তালেবানদের সম্ভাব্য সরকার প্রধান মোল্লাহ বরাদার সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, আফগানিস্তানের সব সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুরুষ ও মহিলারা তাদের নিজেদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবেন। কাবুল দখলের প্রাক্কালে রবিবার (১৫ আগস্ট) তালেবানদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা যেন এই যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে কোনও ভাবেই ভীত ও উদ্বিগ্ন না হন। শিক্ষাক্ষেত্রে কোনও নেতিবাচক পরিবর্তন হবে না বলে তারা ঘোষণা করেন। তালেবান কর্তৃপক্ষের বরাতে শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের নিজেদের কাজে কোনও গাফিলতি হা করে দায়িত্ব পালনে মনোনিবেশ করতে বলা হয়েছে। সকলের নিরাপত্তা ও সম্পতির সুরক্ষা নিশ্চিত করাকে 'সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার' বলে ঘোষণা করেছে তালেবানরা।

আমেরিকাসহ প্রায়-সারা বিশ্বের প্রতিরোধের পরেও দীর্ঘ দুই যুগ লড়াই করে আরও পরিপক্কতা অর্জনের নজির তালেবানদের বিজয়ের প্রাক্কালে সবার নজরে এসেছে।

জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের চিঠি
গুম হওয়া ৩৪ জন কোথায়?

বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে গুম হওয়া ৩৪ জন ব্যক্তির অবস্থান ও ভাগ্য জানতে চায় জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল। জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এনফোর্সড অর ইনভলান্টারি ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স সম্প্রতি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এ সংক্রান্ত একটি চিঠি পাঠিয়েছে। সেই চিঠির সূত্র ধরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১৪ জুন ২০২১ পুলিশের বিশেষ শাখা এসবিতে একটি চিঠি পাঠায়। ৩৪ জনের একটি

তালিকা সংযুক্ত করে গুম হওয়া ব্যক্তিদের অবস্থান ও ভাগ্য জানতে চাওয়াসহ চারটি সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করা হয়েছে এতে।

এদিকে গুম হওয়া ৩৪ ব্যক্তির অবস্থান ও ভাগ্য জানতে চেয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের চিঠি পাঠানোটা একটা বড় অগ্রগতি হিসেবে দেখছেন বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীরা। যদিও তারা মনে করছেন, গুম হওয়া ব্যক্তিদের খুঁজে বের করতে বা অবস্থান জানতে জাতিসংঘের চিঠি পাঠানোর প্রয়োজন ছিল না। গুম হওয়া ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব। কিন্তু গুমের বিষয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলকে হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের ওয়ার্কিং গ্রুপ এর আগেও গুম হওয়া একাধিক ব্যক্তির অবস্থান ও ভাগ্য সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারের কাছে জানতে চেয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের ওয়ার্কিং গ্রুপের পাঠানো সেসব চিঠির কোনও উত্তর দেয়নি। এছাড়া বাংলাদেশে গুমের ঘটনায় একাধিকবার জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল উদ্বেগও প্রকাশ করেছে। এমনকি মানবাধিকার কাউন্সিলের ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশে গুমের ঘটনায় কাজ করতে দেশে আসতে চাইলেও বাংলাদেশ সরকার তাতে সাড়া দেয়নি। উল্টো আইনশৃঙ্খলা বাহিনী পরিচয়ে তুলে নেওয়া বা গুমের ঘটনাগুলো সব সময় অস্বীকার করে আসছে সরকার।

মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন, এবার যেহেতু জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের ওয়ার্কিং গ্রুপ একটি বড় তালিকা পাঠিয়েছে এবং সেটি নিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কাজ করছে, এবার অন্তত প্রকৃত সত্যটা উঠে আসা উচিত। কিন্তু চিঠির প্রত্যুত্তর যেন শুধুই 'আইওয়াশ' না হয় সেটি লক্ষ্য রাখতে হবে।

বাংলাদেশে গত বেশ কয়েক দশক ধরে একের পর এক গুমের ঘটনা ঘটছে, কিন্তু সরকারের তরফ থেকে এটি বন্ধ করার জন্য দৃশ্যমান কোনও পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়নি। গত এক দশক ধরে বিষয়টি নিয়ে জাতিসংঘের বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু কখনোই বাংলাদেশ সরকার বিষয়টিকে সেভাবে গুরুত্ব দেয়নি। জাতিসংঘের এই চিঠি অবশ্যই একটা অগ্রগতি। যখন সরকার বা রাষ্ট্র তার নাগরিকদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়, তখন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এই বিষয়গুলো উঠবে এটিই স্বাভাবিক।

ঢাকার পুলিশ কমিশনারের কাছে ৩৪ জনের তালিকা সংবলিত যে চিঠি পাঠানো হয়েছে, সেখানে তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের পিসি/পিআর (আগের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের তথ্য) উল্লেখসহ সিডিএমএস (ক্রাইম ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) যাচাই করে চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা হয়েছে। জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলরের ওয়ার্কিং গ্রুপের পক্ষ থেকে যেসব প্রশ্নের উত্তর জানতে চাওয়া হয়েছে, তা হলো– গুমের অভিযোগগুলো সত্য কিনা? সত্য না হলে প্রকৃত ঘটনা কী? সরকার এসব বিষয়ে প্রতিকারের জন্য কী ব্যবস্থা নিয়েছে? এসব ঘটনায় গুরুত্ব দিয়ে স্বাধীন ও পক্ষপাতহীন তদন্ত হয়েছে কিনা? গুম হওয়া ব্যক্তিদের অবস্থান ও ভাগ্য জানতে কী ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার? এবং গুম হওয়া ব্যক্তিবর্গ ও তাদের পরিবারের জন্য কী ধরনের প্রতিকারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা বিস্তারিত জানতে চাওয়া হয়েছে।

গুম বা নিখোঁজের বিষয়ে জাতিসংঘ থেকে হঠাৎ বাংলাদেশকে চিঠি দেয়ার পর আবারও বিষয়টি সামনে এসেছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে গুম হওয়া ৩৪ জনের অবস্থান ও ভাগ্য জানতে চেয়েছে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল। ইতিমধ্যে বিষয়টি স্পষ্ট হতে পুলিশের বিশেষ শাখায় (এসবি) চিঠি পাঠিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এদিকে ৩৪ জনের গুমের বিষয়ে জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদকে জবাব দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

এদিকে গুম হওয়া ৩৪ ব্যক্তির অবস্থান ও ভাগ্য জানতে চেয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের চিঠি পাঠানোটা একটা বড় অগ্রগতি হিসেবে দেখছেন বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীরা। যদিও তারা মনে করছেন, গুম হওয়া ব্যক্তিদের খুঁজে বের করতে বা অবস্থান জানতে জাতিসংঘের চিঠি পাঠানোর প্রয়োজন ছিল না। গুম হওয়া ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব। কিন্তু গুমের বিষয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলকে হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে।

এর আগে মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) জানিয়েছে, গত ১৪ বছরে দেশে ৬০৪ জনকে গুম করা হয়েছে। সব গুমের অভিযোগ তদন্তে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন গঠন করার দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) গুমের শিকার সব নিখোঁজ ব্যক্তিকে অবিলম্বে খুঁজে বের করা,

প্রতিটি গুমের অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন গঠন, দায়ীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গুমের শিকার ব্যক্তি ও তার পরিবারের যথাযথ পুনর্বাসন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানিয়েছে। একইসঙ্গে গুম সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ স্বাক্ষর করে গুম প্রতিরোধে সরকারের সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানানো হয়েছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, ২০০৭ থেকে ২০২০ (২৫ আগস্ট) পর্যন্ত ৬০৪ জন গুমের শিকার হয়েছে বলে ভুক্তভোগী পরিবার ও স্বজনরা অভিযোগ তুলেছেন। এদের মধ্যে পরবর্তী সময়ে ৭৮ জনের লাশ উদ্ধার হয়েছে। ৮৯ জনকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে এবং ৫৭ জন ফেরত এসেছে। অন্যদের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়নি।

এসব ঘটনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবার, স্বজন বা প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা, সাংবাদিক বা মানবাধিকার সংগঠনের তথ্যানুসন্ধানে দেখা যায়, বিশেষ বাহিনী-র‍্যাব, ডিবি পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের পরিচয়ে সাদা পোশাকে ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের তুলে নেওয়া হচ্ছে। প্রায়ই সংশ্লিষ্ট বাহিনী তাদের গ্রেফতার বা আটকের বিষয়টি অস্বীকার করে। পরিচিত কিংবা প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ছাড়া খুব কম ক্ষেত্রেই আলোচনা বা আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং উদ্ধারের তৎপরতা লক্ষ করা যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গুম হওয়ার কিছুদিন পর হঠাৎ করেই তাদের কোনও মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয় বা ক্রসফায়ারে তাদের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যায়। যারা ফিরে আসতে পেরেছেন তাদের ক্ষেত্রেও কী ঘটেছে তা জানা যায় না।

সরকারের পক্ষ থেকে গুমের ঘটনা বরাবর অস্বীকার করা হলেও দেশি-বিদেশি মানবাধিকার সংগঠন এবং জাতিসংঘ মানবাধিকার ব্যবস্থার আওতাধীন বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বা বিশেষজ্ঞ কমিটি এ বিষয়ে বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করে এসেছেন। ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের নির্যাতনবিরোধী কমিটির ৬৭তম অধিবেশনে নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তিবিরোধী সনদের আওতায় বাংলাদেশের অগ্রগতি পর্যালোচনা হয়। এ পর্যালোচনায় অঘোষিত আটক, যাকে কমিটি অন্তর্ধান বা গুম হিসেবে বর্ণনা করেছে। সেই বিষয়টিতে কমিটি বলেছে, এভাবে আটককৃত ব্যক্তিকে যদি হত্যা করা হয় অথবা তিনি ফিরে আসেন যাই ঘটুক না কেন, তাকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে গুম হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। কমিটি তাদের চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণে সব আটক ও আটকাবস্থায় মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গে অভিযুক্ত বাহিনীর বাইরে একটি স্বাধীন তদন্ত সংস্থা দ্বারা দ্রুততার সঙ্গে পরিপূর্ণ তদন্ত সম্পাদন করা এবং গুম সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আইনের মাধ্যমে 'গুম'কে অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সনদটি স্বাক্ষর করার সুপারিশ করে।

জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলরের ওয়ার্কিং গ্রুপের পাঠানো গুম হওয়া ৩৪ জনের বিস্তারিত পরিচয় ও তাদের গুম হওয়ার সময়কার বর্ণনা এবং এ সংক্রান্তে থানা পুলিশসহ বিভিন্ন সংস্থার কাছে অভিযোগ দেয়ার বিস্তারিত প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়েছে। তালিকায় থাকা ব্যক্তিরা হলেন- মো. ইলিয়াস আলী, মোহাম্মদ চৌধুরী আলম, আব্দুল্লাহ আজমি, মীর আহমাদ বিন কাশেম, ইফতেখার আহমেদ দিনার, আনসার আলী, সাজেদুল ইসলাম, মোহাম্মদ আব্দুল কাদের ভূঁইয়া, মো. কাউসার হোসেন, মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম, আল আমীন, সোহেল রানা, মোহাম্মদ হোসেন চঞ্চল, পারভেজ হোসেন, মো. মাহফুজুর রহমান, জহিরুল ইসলাম, নিজাম উদ্দিন, মাহবুব হাসান সুজন, কাজী ফরহাদ, সম্রাট মোল্লা, তপন দাশ ওরফে তপু, কে এম শামীম আক্তার, খালেদ হাসান সোহেল, এস এম মোয়াজ্জেম হোসেন, মো. হাসিনুর রহমান, রাজু ইসলাম, ইসমাইল হোসেন, মো. তারা মিয়া, মোহাম্মদ নূর হোসেন, মোহন মিয়া, কেইথিলপাম নবচন্দ্র, সেলিম রেজা পিন্টু ও জাহিদুল করিম।

এদিকে দেশে ৩৪ জন ব্যক্তির গুমের বিষয়ে জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদকে জবাব দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। আইন- শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে সংস্থাটিকে জবাব দেয়া হবে বলে জানান তিনি। এসময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দুনিয়ার কম বেশি সব দেশেই গুম হয়। তবে তারা (জাতিসংঘ) ভারতকে কিছু বলে না। পাকিস্তানকে কিছু বলে না। আমরা তাদের বেশি পাত্তা দেই। তাই তারা আমাদের অনবরত হ্যামার করে। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে ২০২০ সালে ১ হাজার ৩৪ জন গুম হয়েছে। কই তারা তো এটা নিয়ে কিছুই বলে না। তবে আমাদের কাছে তারা যেটা জানতে চেয়েছে আমরা জবাব দেব।

জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল সুনির্দিষ্ট ৩৪ জনের বিষয়ে যে চিঠি দিয়েছে, সরকারের উচিত সঠিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে জাতিসংঘে উপস্থাপন করা। এটিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে কোনও সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ বাণিজ্য ঘাটতি

মহামারি করোনার মধ্যেই আমদানি ও রপ্তানি দুই-ই বেড়েছে বেশ। তবে রপ্তানির চেয়ে আমদানি বাড়ার গতি ছিল বেশি। এতে বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের বড় বাণিজ্য ঘাটতি তৈরি হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে (জুলাই-জুন) শেষে প্রায় দুই হাজার ২৮০ কোটি ডলার বাণিজ্য ঘাটতিতে পড়েছে বাংলাদেশ। দেশীয় মুদ্রায় ঘাটতির পরিমাণ প্রায় এক লাখ ৯৩ হাজার ৭৯১ কোটি টাকা। বাণিজ্য ঘাটতির এ পরিমাণ ইতিহাসে সর্বোচ্চ। করোনাকালে আমদানি ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় সে অনুযায়ী রফতানি করতে পারেনি দেশ। যার প্রভাব পড়েছে বৈদেশিক বাণিজ্যে। বেড়েছে ঘাটতির পরিমাণ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০২০-২১ অর্থবছরের জুলাই-জুন বৈদেশিক লেনদেনের চলতি হিসাবে ভারসাম্যের (ব্যালেন্স অব পেমেন্ট) ওপর করা হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্যে পাওয়া গেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, ২০২০-২১ অর্থবছরের ইপিজেডসহ রফতানি খাতে বাংলাদেশ আয় করেছে তিন হাজার ৭৮৮ কোটি ডলার। এর বিপরীতে আমদানি বাবদ ব্যয় করেছে ৬ হাজার ৬৮ কোটি ডলার। এ হিসাবে পণ্য বাণিজ্যে সার্বিক ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ২৮০ কোটি লাখ (২২.৮০ বিলিয়ন) ডলার। ঘাটতি পরিমাণ ২০১৯-২০ অর্থবছরের চেয়ে ২৭ দশমিক ৬৭ শতাংশ বেশি।

এ সময়ে পণ্য রফতানি করে বাংলাদেশ আগের বছরের তুলনায় ১৫ দশমিক ৩৮ শতাংশ বেশি আয় করেছে। বিপরীতে পণ্য আমদানির ব্যয় আগের বছরের চেয়ে ১৯ দশমিক ৭১ শতাংশ বেড়েছে। এ সময় দেশের প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স প্রবাহও চাঙা ছিল। গেল অর্থবছরে রেমিট্যান্স বেড়েছে ৩৬ দশমিক ১১ শতাংশ।

সেবা খাতের ঘাটতি ৩০০৮ মিলিয়ন ডলার: বিমা, ভ্রমণ ইত্যাদি খাতের আয়-ব্যয় হিসাব করে সেবা খাতের বাণিজ্য ঘাটতি পরিমাণ করা হয়। করোনাকালীন সময়ে মানুষ ভ্রমণ কম করেছে। তবে আমদানি-রফতানি বেশি হওয়া বিমার খরচও বেড়েছে। ফলে সেবা খাতের বাণিজ্য ঘাটতিও বেড়েছে। গেল অর্থবছরের এ খাতের ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৩০০ কোটি ৮০ লাখ ডলার। ২০১৯-২০ অর্থবছরের এই ঘাটতি ছিল ২৫৭ কোটি ৮০ লাখ ডলার।

এফডিআই ৮ দশমিক ২৯ শতাংশ: মহামারির মধ্যেও প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের (এফডিআই) পরিমাণ বেড়েছে। গেল অর্থবছরে ৩৫০ কোটি ১০ লাখ ডলারের এফডিআই পেয়েছে বাংলাদেশ। তার আগের অর্থবছরে যা ছিল ৩২৩ কোটি ১০ লাখ ডলার। বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে সরাসরি মোট যে বিদেশী বিনিয়োগ আসে তা থেকে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান মুনাফার অর্থ নিয়ে যাওয়ার পর যেটা অবশিষ্ট থাকে সেটাকে নিট এফডিআই বলা হয়। আলোচিত সময়ে নিট বিদেশী বিনিয়োগও আগের বছরের চেয়ে ৩৯ দশমিক ৩৪ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ১৭৭ কোটি ডলার। আগের অর্থবছরে যা ছিল ১২৭ কোটি ডলার।

চলতি হিসাবে ভারসাম্যে টান: করোনায় বৈশ্বিক অর্থনীতির নাজুক পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনীতির অন্যতম সূচক বৈদেশিক লেনদেনের চলতি হিসাবের ভারসাম্যে (কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স) টান পড়েছে। চলতি হিসাবে ঘাটতির অর্থ হলো- সরকারকে ঋণ নিয়ে চলতি লেনদেনের দায় পরিশোধ করতে হচ্ছে। গত অর্থবছরে প্রথম ৯ মাস অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ এ সূচক উদ্বৃত্ত ছিল। কিন্তু এপ্রিল থেকে ঘাটতি (ঋণাত্মক) দেখা দেয়। অর্থবছর শেষে চলতি হিসাবে ৩৮০ কোটি ডলার ঘাটতি রয়েছে।

এদিকে, সার্বিক রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ার কারণে ওভারঅল ব্যালেন্স ৯২৭ কোটি ডলারের বেশি উদ্বৃত্ত ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। যা গত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৩১৭ কোটি ডলার। গত অর্থবছরে দুই হাজার ৪৭৮ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। তার আগের বছর এ পরিমাণ ছিল ১৮২০ কোটি ডলার।

দেশের শেয়ারবাজারে বিদেশী বিনিয়োগ (পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট) ঋণাত্মক অবস্থায় অর্থবছর শেষ হয়েছে। গেল অর্থবছরে শেয়ারবাজারে বিদেশী বিনিয়োগ (নিট) যা এসেছিল তার থেকে প্রায় ২৭ কোটি ডলার চলে গেছে। তার আগের অর্থবছরের শেয়ারবাজারে বিদেশি বিনিয়োগ ছিল ৪ কোটি ৪০ লাখ ডলার।

এদিকে চলতি অর্থবছরে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ আরো বাড়বে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। চলতি অর্থবছরের মুদ্রানীতিতে পুরো অর্থবছরের বাণিজ্য ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছে দুই হাজার ৬০৬ কোটি ৬০ লাখ ডলার। এটি গত অর্থবছরের চেয়ে প্রায় ১৪ শতাংশ বেশি। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলসহ বেশির ভাগ পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে আমদানি ব্যয় বাড়ার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এই পূর্বাভাস দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

এ বিষয়ে মুদ্রানীতির লিখিত বক্তব্যে গভর্নর ফজলে কবির বলেছেন, গত অর্থবছরের মুদ্রানীতি বহিঃখাতের গতি পুনরুদ্ধার ও বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের চলতি হিসাবে ঘাটতি হ্রাস, ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান স্থিতিশীল রাখাসহ সামগ্রিক লেনদেন ভারসাম্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উদ্বৃত্ত তৈরিতে সহায়ক ছিল। তবে উচ্চ ভিত্তির পাশাপাশি সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বাজারে তেলসহ বেশির ভাগ পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে আমদানি ব্যয় বাড়ার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে লেনদেন ভারসাম্যের পূবার্ভাস অনুযায়ী এবার নিট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরের তুলনায় অনেকটা কম হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সাধারণত চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত হলে বিদেশের সঙ্গে চলতি লেনদেনের জন্য দেশকে কোনো ঋণ করতে হয় না। আর ঘাটতি থাকলে তা পূরণ করতে ঋণ নিতে হয়। আর বাণিজ্য ঘাটতি বাড়লে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ চাপে পড়ে। তবে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স, রপ্তানি আয় এবং বৈদেশিক অনুদান ও ঋণের ওপর ভর করে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এখন শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। গত মাসেই রিজার্ভ প্রথমবার ৪৫ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করে। এই রিজার্ভ দিয়ে সাড়ে সাত মাসের আমদানি দায় মেটানো সম্ভব।

গত বছরের মার্চ মাস থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে করোনাভাইরাসের প্রভাব পড়তে শুরু করে এবং এর জেরে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বহির্বিশ্বের সঙ্গে দেশের আমদানি ও রপ্তানি বেশ কমে যায়। তবে গত অর্থবছরে বাংলাদেশ সেই ধাক্কা কিছুটা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে।

যুব সমাজকে মাদক ও অনৈতিক কর্মকান্ডের ছোবল থেকে উদ্ধার করতে হবে
মতিউর রহমান আকন্দ

একটি দেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক উন্নয়নে যুব সমাজের ভূমিকা অপরিসীম। বিশ্বের যে কোন পরিবর্তনে যুবকরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সমগ্রামে যুবকদের ভূমিকা জাতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। যে দেশের যুবকরা কর্মঠ, সাহসী, দৃঢচেতা দেশের জন্য নিবেদিত প্রাণ সে দেশ পৃথিবীতে সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়।

আমাদের দেশের যুব সমাজ আজ নানা দিক থেকে সংকটে নিপতিত। বিশেষ করে অপসংস্কৃতির সয়লাব, প্রকাশ্যভাবে যুবতী নারীদের অর্ধনগ্ন দেহ প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র, নাটক ও অভিনয়ে মাত্রাতিরিক্ত নগ্নতা যুবকদের চরিত্র ধ্বংসের উপাদান হিসেবে কাজ করছে। সেইসাথে মাদকের ভয়াবহ ছোবল যুবকদের অপরাধ প্রবন করে তুলেছে। এর কুফল সমাজে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। মাদকসক্ত সন্তানের হাতে পিতা মাতা হত্যার নির্মম ঘটনা ঘটছে। অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়েও হত্যার নত ঘটনা ঘটছে। পরস্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অনেক যুবককে তার বিবাহিত স্ত্রীকে খুন করার মত ঘটনাও ঘটছে। ইদানিং যুবকদের বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের যুব সমাজ আজ ভয়ানকভাবে বরদগ্রস্ত। এর কারন অনুসন্ধান করে তার প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা দরকার। বর্তমানে কিছু ঘটনা গোটা দেশে ব্যাপকভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্র কোন দিকে ধাবিত হচ্ছে তা নিয়ে সচেতনমহল গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। অতি সম্প্রতি বিনোদন অঙ্গনের নানান ঘটনা নিয়ে পত্র-পত্রিকা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক লেখালেখি হচ্ছে। আইন-শৃংখলা

বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার ও মাদক দ্রব্য উদ্ধার অভিযানের দৃশ্য ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় লাইভে দেখানো হয়েছে। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী যেখানেই অভিযান চালিয়েছে সেখান থেকেই বিপুল পরিমান মদ ও নেশা জাতীয় দ্রব্য উদ্ধার হয়েছে। গ্রেপ্তারের পর গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আইন-শৃংখলা বাহিনীর প্রেস বিফিং-এ অপরাধের অনেক ধরনের ডালপালার তথ্য বেরিয়ে এসেছে।

সম্প্রতি যারা আটক হয়েছেন, তাদের বিষয়ে অনুসন্ধিৎস্যু যে সব রিপোর্ট গণমাধ্যমে এসেছে তাতে গোটা জাতি হতবাক। পত্রিকার খবরগুলো আমি গভীর মনোযোগের সাথে পড়ার চেষ্টা করেছি সেই সাথে অপরাধের মাত্রা, বিস্তৃতি কতটা ব্যাপকতা লাভ করেছে তা বুঝার চেষ্টা করেছি। প্রতিটি ঘটনা আমার বিবেককে দংশন করেছে। চরিত্রবিধ্বংসী নানা ঘটনা, অনৈতিক কর্মকান্ড, অবৈধ পন্থায় অর্থের পাহাড় গড়ে তোলার লোমহর্ষক ঘটনায় দেশের সচেতন মহল উদ্বিগ্ন।

অপরাধের বিস্তৃতি কিভাবে ঘটে তা চলমান ঘটনাবলী থেকে বুঝা যায়। সমাজের অনেক ক্ষমতাবান বিত্তশালী লোকের সঙ্গে এসব অনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িতদের যোগাযোগ, তাদের মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস তৈরী করেছিল যে আইন তাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না। তাদের বেপরোয়া আচরন লাইভ দেখা গিয়েছে। কারণ গ্রেফতার অভিযানের সময় অনেককে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নাম উচ্চারণ করতে দেখা যায় এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছেও বিচার চাওয়ার দৃশ্য দেখা গেছে। গণমাধ্যম বিষয়গুলো ব্যাপকভাবে প্রচার করেছে। দর্শকেরা অত্যন্ত আগ্রহভরে গ্রেফতারকৃতদের ঘর থেকে উদ্ধারকৃত নানা রকম বিদেশি মদ দেখেছে। প্রচলিত আইনে মদ যেখানে নিষিদ্ধ, সেখানে তাদের বাড়িতে কীভাবে মদের পাহাড় গড়ে উঠল, তার সহজ সরল উত্তর জানতে চায় দেশের সাধারন মানুষ। আইনের প্রয়োগ যথার্থভাবে হলে আমরা এ রকম অনেক সংকট থেকে রক্ষা পেতাম।

প্রতিদিন খবরের কাগজে মদ, মাদক দ্রব্য, অস্ত্র, সোনা চোরাচালান ও ভারতীয় মুদ্রা তৈরীর যেসব খবর প্রচারিত হয়েছে তাতে বুঝা যাচ্ছে একটি অপরাধ সাম্রাজ্য গড়ে তোলা হয়েছে। তার সাথে সমাজের উচ্চ শ্রেনীর একটি অংশ জড়িত। দেশের তরুন যুবসমাজ নৈতিক অবক্ষয় ও মাদকাসক্তির সাথে যেভাবে জড়িয়ে পড়েছে তাতে দেশের অভিভাবক মহল গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

রাজধানীর অভিজাত এলাকায় অবৈধ কারবার পরিচালনার জন্য ভয়াবহ সিন্ডিকেট গড়ে তোলেছে একটি বিশেষ চক্র। তারা নিয়মিত মদের ও নানা অপকর্মের আসর বসাতো। এসব আসরে ধনিক শ্রেনীর যুবক ও ব্যবসায়ীদের সম্পৃক্ত করা হতো। মাদক সেবনের মাধ্যমে তারা তাদের আসরকে মাতিয়ে রাখতো। নানা কেলেংকারীর সাথে তারা জড়িত। খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন কারীরা মাঝে মাঝেই দেশের বাইরে গিয়ে অনৈতিক কর্মকান্ড সম্পন্ন করতো। বিদেশী মদ আমদানী করেছে তারা বাধাহীনভাবে তাদের মাধ্যমে পশ্চিমা বিশ্বের ভয়ানক মাদকের ছোবল এখন বাংলাদেশে। এল এসডি, ডি এমটি, আইস, কোকেন, এন পি এস নামের ভয়ংকর মাদক দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে রাজধানী সহ সারাদেশে (বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৩১ জুলাই ২০২১)। অপরাধ বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন হ্যালুসিনেজিক ড্রাগ ব্যবহারে আসক্তরা সহিংস আচরনে লিপ্ত হয়। এমনকি তারা হত্যাকান্ড পর্যন্ত সংঘটিত করে। মাদক আইস হলো ইয়াবার পরবর্তী ভার্সন। এটি ইয়াবার চেয়ে বেশি ক্রেজি। বাংলাদেশে আসা ভয়ংকর মাদক এল এস ডি। ভয়াবহতার দিক থেকে পশ্চিমের এ মাদকটিকে বলা হয় 'লাস্ট স্টেজ অব ড্রাগ'। এ মাদকটি নেদারল্যান্ডস থেকে আসে কুরিয়ার সার্ভিসে। এল এস ডি মাদক মানুষের অনুভূতি পাল্টে দেয়; মাদক গ্রহনকারীর ভিতরে অলীক বা কাল্পনিক ভাবনা বা অনুভবের সৃষ্টি করে। মাদকটি গ্রহন করার পর সেবীরা ভাবতে থাকেন যেন আকাশে উড়ছেন। এল এস ডি মাদকে আসক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী গলায় দা চালিয়ে দেয়ার পর মাদকের ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া সামনে আসে। উচ্চবিত্ত ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে এ মাদক। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রদের অনেকেই মাদকাসক্ত হয়ে পরিবারে হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত করেছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রনের মহাপরিচালক বলেছেন: 'ক্রিস্টাল মেথ বা আইস এবং এল এস ডি শরীরের জন্য অনেক ক্ষতিকর।'

বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৪৯ ভাগ বয়সে তরুন। মাদক ব্যবসায়ীরা কর্মক্ষম এ তরুন জনগোষ্ঠীকে ভোক্তা হিসেবে পেতে চায়। গবেষণায় দেখা গেছে মাদকে আসক্তের শতকরা ৮০ ভাগই কিশোর ও তরুন।

পত্রিকায় প্রকাশিত জরিপ অনুযায়ী সারাদেশে মাদক সেবনকারীরা প্রতিদিন ২০ কোটি টাকার নেশা গ্রহন করছে। বছরে নেশা গ্রহনের পরিমান ৭ হাজার ৩০৯ কোটি টাকা। মাদক খাতে বছরে লেনদেন হয় ৬০ হাজার কোটি টাকা। প্রতি বছর মাদক আমদানীতে বিদেশে পাচার হচ্ছে ১০ হাজার কোটি টাকার বেশী (দৈনিক যুগান্তর-২৭, ২৮ ফেব্রুয়ারী)। বাংলাদেশ আজ মাদকের অবাধ বিচরন ক্ষেত্রে পরিনত হয়েছে।

বিনোদনের অন্তরালে, মাদকের ছড়াছড়ি, অনৈতিক ও চরিত্র বিধ্বংসী কর্মকান্ড, অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন, যুব সমাজের একটি বড় অংশকে গ্রাস করে ফেলেছে। এসব এখনই বন্ধ করতে হবে। আমাদের যুব সমাজকে উদ্ধার করতে হবে মাদক ও অনৈতিক কর্মকান্ডের ভয়াবহ ছোবল থেকে।

আমরা যারা ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী তাদেরকে অনুভূতিপ্রবন ও দরদী মন নিয়ে ইসলামী শরীয়াহর নির্দেশনার আলোকে সর্বত্রই বিশেষ করে যুবসমাজের মাঝে দাওয়াতী তৎপরতা বাড়াতে হবে। কেয়ামতের দিন যেন আমরা আল্লাহর কাছে জবাব দিতে পারি যে আমরা সতর্ক ও সংশোধন করার চেষ্টা করেছিলাম। করুনাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের দেশ সমাজ ও দেশের মানুষকে হেফাজত করুন। আমীন॥

শহীদ আব্দুল মালেক স্মরণে

শহীদ আব্দুল মালেক আমাদের বাতিঘর

উপমহাদেশের শিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাসে শহীদ আব্দুল মালেক একাই একটি চির ভাস্বর অধ্যায়। তাঁর শাহাদাতের মধ্য দিয়ে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে এ দেশের ছাত্র ইসলামী আন্দোলনে। ইসলামী শিক্ষার পক্ষে কথা বলতে গিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও সমাজতন্ত্রীদের হাতে গুরুতর আহত হয়ে ১৯৬৯ সালের এই দিনে তিনি শহীদি মৃত্যুর অমিয় সুধা পান করেন। কিন্তু এই দীর্ঘ বছরেও তাঁর স্বপ্ন ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা এদেশে বাস্তবায়ন হয়নি। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ইসলামের ন্যায়, ইনসাফ ও নৈতিকতার দর্শনে আলোকিত প্রেমিক, চরিত্রবান, দক্ষ নাগরিক তৈরির শিক্ষাব্যবস্থা এই জাতি আজও পায়নি। সমাজের উঁচুতলা থেকে নিয়ে তৃণমূল পর্যন্ত দুর্নীতি আর অবক্ষয় দুষ্ট ক্ষতের যন্ত্রণা সৃষ্টি করলেও, কোনো কিছুতেই কাজ হচ্ছে না। হতাশার অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে। তাই আজ শহীদ আবদুল মালেকের আত্মত্যাগের প্রতি সম্মান জানিয়ে তাঁর স্বপ্নের আলোকে শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা সময়ের দাবি বলে মনে করেন পর্যবেক্ষকমহল।

১৯৪৭ সালে বগুড়া শহরের অদূরবর্তী থানা ধুনটের খোকশাবাড়ীতে মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেবের ৫ ছেলের সর্বকনিষ্টজন আব্দুল মালেক জন্ম লাভ করেন। আশৈশব বিদ্যানুরাগী আব্দুল মালেক খোকসাবাড়ী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকার্যক্রম শুরু করেন। তাঁর মেধা সকলকে মোহিত করে। কৃতিত্বের সাথে গ্রামের স্কুল থেকে ৫ম শ্রেণী পাশ করে তিনি গোসাইবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। গোসাইবাড়ী স্কুলে পড়ার সময় তিনি মৌলভী মহিউদ্দিন সাহেবের ছেলের সাথে পড়ালেখা করতেন। তাঁর জীবনে মহিউদ্দিন সাহেবের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আবার মহিউদ্দিন সাহেবের ছেলে বেলাল ছিল তাঁর প্রিয় সাথী। অষ্টম শ্রেণীতে বৃত্তি পেয়ে আব্দুল মালেক বগুড়া জেলা স্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এ স্কুল থেকে তিনি ১৩তম স্থান অধিকার করে এস.এস.সি উত্তীর্ণ হন। ইন্টরমিডিয়েট তিনি রাজশাহী সরকারী কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ৪র্থ স্থান অধিকার করে পাশ করেন।

রাজশাহী থেকে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল করে আব্দুল মালেক দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জৈবরসায়ন বিষয়ে ভর্তি হন। এখানকার প্রতিটি পরীক্ষার কৃতিত্বপূর্ণ অবস্থান লাভ করেন। শাহাদাতের সময় তিনি ছিলেন অনার্স শেষ বর্ষের ছাত্র।

স্কুল জীবনে মৌলভী মহিউদ্দিন সাহেবের সংস্পর্শে এসে আব্দুল মালেক ছাত্র সংঘ সম্পর্কে অবহিত হন। রাজশাহী কলেজের ছাত্র থাকাকালীন তিনি সংগঠনের খুব বেশী অগ্রসর ছিলেন না। মূলতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর তিনি দ্রুত সংগঠনে এগিয়ে আসেন। অল্প সময়ের ব্যবধানে তিনি সংগঠনের সদস্য হন। ঢাকা মহানগরীর মতো গুরুত্বপূর্ণ শাখার সভাপতির দায়িত্ব লাভ করেন এবং নিখিল পাকিস্তান কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার সদস্য নির্বাচিত হন।

আব্দুল মালেক শাহাদাতবরণ করার আগে ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের প্রবাহ ছিল একরকম আর তাঁর শাহাদাত সে প্রবাহকে করেছে সমুদ্রের ঊর্মিমালার মতো বেগবান, ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন ছিল একদল বিবেকবান তরুণের উপলব্ধির প্রত্যয়দীপ্ত আন্দোলন কিন্তু তার শাহাদাতের সাথে সাথে সেই আন্দোলন বাংলার গ্রামে-গঞ্জে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লাখো তরুণের হৃদয়াবেগের আন্দোলনে পরিণত হয়। পত্র-পত্রিকায় তাঁর শাহাদাতের খবর শুনে হাজার হাজার মাদ্‌রাসা শিক্ষিত তরুণ এই বলে তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শের জন্য ঝাপিয়ে পড়ে– "একজন ইংরেজী শিক্ষিত আধুনিক তরুণ যদি ইসলামী শিক্ষার জন্য জীবন দিতে পারে, আমি পারবো না কেনো?"

শহীদ আব্দুল মালেকের নেতা, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী আব্দুল মালেকের স্মৃতিতে এভাবেই লিখেছেন– "তুমি পরে এসে আগে চলে গেছো, আল্লাহর দরবারে অনেক বড় মর্যাদায় ভূষিত হয়েছো। তাই তোমাকে বড় ঈর্ষা হয়। শাহাদাতের পূর্বে মুহূর্ত পর্যন্ত তোমাকে বিশ্বস্ত সাথী হিসেবে, একনিষ্ঠ সহকর্মী হিসেবে নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু আল্লাহর দরবারে তোমার শাহাদাত কবুলের মুহূর্ত থেকে আমি তোমাকে নেতা মেনেছি। তোমার কর্মতৎপরতা, আত্মগঠনে নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ও আনুগত্যের প্রশ্নের সতর্কতা ও ন্যায় নিষ্ঠার যে উদাহরণ তোমার জীবন থেকে আমি পেয়েছি তা সাধ্যমত নিজে অনুসরণ করা ও অন্যকে অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করাকে আমার নৈতিক দায়িত্ব মনে করেছি।"

শহীদ আব্দুল মালেক কোরআন, হাদীস, ইসলামী সাহিত্য ও অন্যান্য সাহিত্যের গভীর সমুদ্র মন্থর করে নিজেকে জ্ঞানের বর্মে সাজিয়ে ছিলেন। যার কারণে বেলাল বা মহিউদ্দিন সাহেবকে লেখা তাঁর চিঠি, গবেষণামূলক মাসিক পৃথিবীতে লেখা তাঁর প্রবন্ধে, শিক্ষাশিবির ও পাঠচক্রে দেয়া তাঁর বক্তব্য, এমনকি NIPA তে দেয়া তার ৫ মিনিটের বক্তব্য প্রতিটি বিষয়ই ছিল জ্ঞানগর্ভ, প্রভাব বিস্তারকারী। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের পূর্ব পর্যন্ত এই হচ্ছে একদল 'মানুষ' তৈরীর অনানুষ্ঠানিক আয়োজন।

শহীদ আব্দুল মালেক সাদাসিধা পোষাক পরতেন, ছেঁড়া সেন্ডেল পায়ে পথ চলতেন, অথচ পথের মাঝে কোথাও একটি বই পেলে তা নিতে বিলম্ব করতেন না।

ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের এক সময়কার সিপাহসালার মীর কাসেম আলী সাহেবের সদস্য হওয়ার ব্যাপারে নসিহত করেছিলেন এই ভাষায়– এ আন্দোলনের সদস্য যদি হতে হয় তবে জ্ঞানের অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হতে হবে যাতে করে সার্বিক চেতনা ও অনুভূতি নিয়ে এ আন্দোলনের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া যায়। শহীদ আব্দুল মালেক অনেক কম বয়সেই সেই অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়েছিলেন।

শহীদ আব্দুল মালেক ছিলেন একদিকে একজন অসাধারণ মেধাবী ও ভাল ছাত্র। অপর দিকে একজন দরদী ও পরিশ্রমী দায়িত্বশীল নেতা। তিনি যতনা কাজ করাতেন তার চেয়ে অনেক বেশী করতেন। সারাদিন সংগঠনের কাজ শেষে নিজের কাপড় কাঁচতেন, হলে এসে রুম পরিষ্কার করতেন, গভীর রাত পর্যন্ত পড়তেন, মেহমানদের বিছানায় রেখে পত্রিকা বিছিয়ে ইট মাথায় দিয়ে ঘুমাতেন আবার ফজরের আজান হলে সবাইকে ঘুম থেকে জাগাতেন। এই ক্লান্তিহীন পরিশ্রম ব্যতিরেকে অন্যদের সামনে নিজেকে রোল মডেল হিসেবে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। সংগ্রামের চেতনায় শহীদ মালেক কতটুকু শানিত ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিলালকে লেখা চিঠিতে।

"বিলাল, তোমরা ছোট, এখনও অনেক কিছুই অজানা। আমরা অনেকটা বুঝতে পারি। আমাদের বুকটা টনটন করে ওঠে। আমার বুকের ব্যাথাটা যদি তোমাদেরকে জানাতে পারতাম! ভাই, জিন্দেগীর প্রধান উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা।"

শহীদ আব্দুল মালেক শাহাদাতের আগে থেকেই ছিলেন আল্লাহর বাছাইকৃত বান্দাদের একজন। একজন বেটে খাটো কালো রংয়ের মানুষ, পোষাকে নিতান্তই সহজ সরল জৌলুস- কিন্তু কথায়, কাজে আচরণে তিনি ছিলেন এক ঝলসে ওঠা মানুষ।

তার কথায় প্রাণের ছোঁয়া ঈমানের ছোঁয়া পাওয়া যেতো, তাঁর বক্তৃতায় অন্তরের দরজা খুলে যেতো। তিনি বৃষ্টিধোয়া রাতের আঁধারে কর্মীদের জন্য নির্মিত বাঁশের টয়লেট আপন হাতে ঠিক করতেন, বন্যার্ত মানুষের ঘরের চাল নিজ হাতে মেরামত করতেন– এসবই ছিল তাঁর ঢাক-ঢোল বিহীন নীরব কর্মতৎপরতা। এ জন্যই তিনি তাঁর কর্মীদের জন্য ইসলামী জীবনাদর্শের এক বাস্তব প্রতীক।

শহীদ আবদুল মালেক ছিলেন দেশের সেরা বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসায়ন বিভাগের সেরা ছাত্র। তৎকালীন পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত- এই বিষয়ে ১৯৬৯ সালের ২ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নিপা) ভবনে (বর্তমান ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ) 'শিক্ষার আদর্শিক ভিত্তি' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ আলোচনা সভায় বামপন্থীদের বিরোধিতামূলক বক্তব্যের মধ্যে শহীদ আবদুল মালেক মাত্র ৫ মিনিট বক্তব্য রাখার সুযোগ পান। অসাধারণ মেধাবী বাগ্মী শহীদ আবদুল মালেকের সেই ৫ মিনিটের যৌক্তিক বক্তব্যে উপস্থিত সবার চিন্তার রাজ্যে এক বিপ্লবী ঝড় সৃষ্টি করে। ফলে সভার মোটিভ পুরোপুরি পরিবর্তন হয়ে যায়। উপস্থিত শ্রোতা, সুধীমণ্ডলী এবং নীতি নির্ধারকরা শহীদ আবদুল মালেকের বক্তব্যের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে একটি সর্বজনীন ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে মত দেন। আবদুল মালেকের তত্ত্ব ও যুক্তিপূর্ণ অথচ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ক্ষিপ্ত করে দেয় ইতঃপূর্বে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে বক্তব্য রাখা বাম, ধর্মনিরপেক্ষ ও ইসলামবিরোধী বক্তাদের। সকল বক্তার বক্তব্যের মাঝ থেকে নীতিনির্ধারক এবং উপস্থিত শ্রোতা-সুধীমণ্ডলী যখন আবদুল মালেকের বক্তব্যকে পূর্ণ সাপোর্ট দেন, তখন আদর্শের লড়াইয়ে পরাজিত বাম ও ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর সকল ক্ষোভ গিয়ে পড়ে শহীদ আবদুল মালেকের ওপর। নিপার আলোচনা সভায় ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে জনমত তৈরিতে ব্যর্থ হওয়ার পর তাদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ডাকসুর নামে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার পক্ষে প্রস্তাব পাস করানোর উদ্দেশ্যে দশ দিনের ব্যবধানে অর্থাৎ ১২ আগস্ট ঢাবির ছাত্র শিক্ষক মিলনায়তনে (টিএসসি) এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। ছাত্রদের পক্ষ থেকে শহীদ আবদুল মালেকসহ কয়েকজন ইসলামী শিক্ষার ওপর কথা বলতে চাইলে তাদের সুযোগ দেয়া থেকে বঞ্চিত করা হয়। সভার এক পর্যায়ে জনৈক ছাত্র নেতা ইসলামী শিক্ষার প্রতি কটাক্ষ করে বক্তব্য রাখে। তখন উপস্থিত শ্রোতারা এর তীব্র বিরোধিতা করে ইসলামী শিক্ষার পক্ষে স্লোগান দেন। সাথে সাথে ক্যাডাররা ঝাঁপিয়ে পড়ে সাধারণ ছাত্রদের ওপর। সন্ত্রাসীদের ছোবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শহীদ আবদুল মালেক তার সঙ্গীদের স্থান ত্যাগের নির্দেশ দেন। এ সময় সকল সঙ্গীকে নিরাপদে বিদায় দিয়ে শহীদ আবদুল মালেক কয়েকজন সাথীকে নিয়ে টিএসসির পাশ দিয়ে তার হলে ফিরছিলেন। হলে ফেরার পথে লোহার রড-হকিস্টিক নিয়ে ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। একপর্যায়ে তাকে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) নিয়ে মাথার নিচে ইট দিয়ে ইটের ওপর মাথা রেখে ওপরে ইট ও লোহার রড-হকিস্টিক দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করে রক্তাক্ত ও অর্ধমৃত অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যায়। শহীদ আবদুল মালেককে আহত এবং সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করার তিন দিন পর ১৫ আগস্ট শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পক্ষে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য দেয়া ইসলামের এই সুমহান বক্তা।

আমার সাথী শহীদ আব্দুল মালেক

শহীদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

(বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর শহীদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ১৯৮৩ সালে এ লেখাটি লিখেন। শহীদ নিজামীর হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী কথাগুলো যুগ যুগ ধরে সবাইকে অনুপ্রাণিত ও উজ্জেবিত করবে। শহীদ আব্দুল মালেক এর শাহাদাত স্মরণে লেখাটি পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরা হল- সম্পাদক)

আল্লাহর এ জমিনে বাংলার সবুজ শ্যামল মাটিতে শহীদী খুনের নজরানা পেশকারী আমার প্রিয় সাথী শহীদ আব্দুল মালেক তোমার কথা আমার আজ বেশী মনে পড়ছে। বছর ঘুরে তোমার শাহাদাতের দিনটি প্রতিবারেই হাজারো কথার অজস্র স্মৃতির ঝর তোলে আমার মনে। মুহূর্তে ভেসে ওঠে ভার্সিটির চত্বরে তোমার সাথে প্রথম সাক্ষাতের দৃশ্যটা। ভেসে উঠে জিঞ্জিরা শিক্ষাশিবিরের খাদ্য বিভাগের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত নিজ হাতে থালা-ঘটি-বাটি পরিষ্কার করার কাজে ব্যস্ত তোমার হাস্যোজ্জ্বল চেহারা। ভেসে ওঠে বর্ষায় ডুবে যাওয়া পুরোনা ঢাকার বস্তির জনমানুষের সেবায় নিয়োজিত কাফেলা পরিচালনায় এক সুদক্ষ সংগঠক ও মানব দরদীর প্রতিচ্ছবি। ভেসে ওঠে ডেমরার শ্রমিক এলাকার '৬৯ এর ঘুর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সেবায় দীর্ঘ এক মাসব্যাপী ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনায় তোমার সংবেদনশীল ভূমিকা।

ঘূর্ণিঝড়ের তান্ডবলীলা দেখার জন্যে তুমি নিজেই ছুটে গিয়েছিলে। ফিরে এসে আবার যাবার জন্যে ছটফট করছিলে, কিন্তু খালি হাতে না যাওয়ার জেদ ধরেছ। জেদ বলা বোধ হয় অন্যায় হলো। দরদ ভরা মনে একটি আবদার রেখেছিলে, সে আবদার উপেক্ষা করা হয়তোবা কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। সেই হতে পুরো মাসব্যাপী তোমার সাথী সহকর্মীদের নিয়ে ভোরে রওনা হয়ে গিয়েছ। দুপুরে প্রত্যেকে আধা পাউন্ডের একখানা রুটি আর একটি করে কলা খেয়ে পরম তৃপ্তির সাথে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করেছ। ঘর মেরামত থেকে শুরু করে এমন অনেক কাজই করতে হয়েছে যাতে বেশ শারীরিক পরিশ্রমও হয়েছে। তাছাড়া সীমাহীন ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অসংখ্য অভাব অভিযোগের মাঝে সীমিত দ্রব্যসামগ্রী বিতরণের ঝক্কি ঝামেলা ছিল আরো কষ্টসাধ্য। তার মাঝেও তোমার চেহারায় কেউ কখনও বিরক্তির ছাপ দেখেনি।

তুমি কোন যাদুমন্ত্র বলে এভাবে মেজাজ ভারসাম্য রক্ষা করছো, কিভাবে তরুণদের কাফেলার অসংখ্য যুবকদেরকে কৃচ্ছ সাধনায় উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছো, ডেমরার সেই দৃশ্য স্মরণ করার সাথে সাথে ঐ রহস্য জানতে আমার আজ বড্ড ইচ্ছে হয়।

মালেক তোমার সাংগঠনিক জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তোমার এই ভাইকে ভাবাবেগ শূন্য পেয়েছো। কিন্তু তোমার শাহাদাতের পর থেকে আমি আর সেভাবে আবেগশূন্য পাথরের ভূমিকা পালন করতে পারছিনা। তুমি পরে এসে আগে চলে গেছো। আল্লাহর দরবারে অনেক বড় মর্যাদায় ভূষিত হয়েছো। তাই তোমাকে আমার বড় ঈর্ষা হয়। শাহাদাতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তোমাকে বিশ্বস্ত সাথী হিসেবে, একনিষ্ঠ সহকর্মী হিসেবে নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু আল্লাহর দরবারে তোমার শাহাদাত কবুলের মুহূর্ত থেকে আমি তোমাকে নেতা মেনেছি। তোমার কর্মতৎপরতা, আত্মগঠনে নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ও আনুগত্যের প্রশ্নে সতর্কতা ও ন্যায়-নিষ্ঠার যে উদাহরণ তোমার জীবন থেকে আমি পেয়েছি তা সাধ্যমত নিজে অনুসরণ করা ও অন্যকে অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করাকে আমার নৈতিক দায়িত্ব মনে করেছি।

তোমার পথ ধরে শহীদ শাহজামাল, শওকত, মিযান, জাহাঙ্গীর, খলিলুল্লাহ, হামিদ, শাব্বির, আইয়ূবের মতো নিষ্পাপ প্রাণগুলো আল্লাহর দরবারে মকবুল হয়েছে। ওরা সবাই তোমারই মতো এ পথে আমার অনেক পরে এসেছিলো। তাই তোমার সাথে ওদেরকেও আমার মনে পড়ে, ওদেরকেও আমার ঈর্ষা হয়। তোমার সাথে আমার চাইতে বেশী ঘনিষ্ঠতাতো আর কারো ছিল না, তবুও কেন আমি রয়ে গেলাম, কষ্ট লাগে। আমি মাঝে মাঝে আবেগে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হই। আর তখনই ফজলুল হক হলের পুকুর পাড়ে তোমার সাথে সাংগঠনিক সমস্যা আলোচনার দৃশ্য ভেসে উঠে। মনে হয় যেন তুমি সেই সময়ে আবেগের বিরুদ্ধে আমার ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আজকের আবেগধর্মী মনের লাগাম কষে ধরছো। আমি সংযত হই, বেশ সংযত হই কারণ এখন তোমাকে নেতা মেনেছি। কিন্তু তবুও আবেগ একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারছি কই?

তোমার শাহাদাত সবাইকে আবেগ আপ্লুত করেছিল, সেই আবেগের জোয়ারে বাঁধ দিতে গিয়ে আমিও জড়িয়ে পড়েছি। বড্ড সংযত কণ্ঠে কঠোর সংযমের সাথে সবাইকে তোমার শাহাদাতের যথার্থ মূল্যায়নের জন্যে, যথার্থ মর্যাদা দিতে উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে, সবরের নসিহত করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজের কণ্ঠেও কান্নার সুর ধ্বনিত হয়েছিল। তোমার জানাজা থেকে তোমার সাথীদের বঞ্চিত করার পুলিশী ষড়যন্ত্রের মুকাবিলায় মারমুখো কর্মীদের সংযত করতে গিয়ে নিজেই শেষ পর্যন্ত সবাইকে মরণপণ শপথে অটল, অনমনীয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বারান্দায় প্রথম অবরোধ সৃষ্টির নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। তোমার কফিনকে বিদায় দেবার জন্যে কমলাপুর ষ্টেশনে হাজার হাজার ছাত্র জনতার মিছিল সেদিন কোন বাধার কাছেই হার মানেনি। সেই

বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতার কান্না থামাতে গিয়ে নিজের চোখের পানিতে ভেসেছি। রাব্বুল আলামীনকে আবেগ ভরে জানিয়েছি তোমার দরবারে একটা আমাদের সর্বোত্তম নজরানা।

আজ চৌদ্দ বছর পরে তোমাকে কেন যেন খুব বেশী মনে পড়ছে। আজও আমি অনেককে সাথে নিয়ে কোরআন কেন্দ্রীয় পাঠচক্র চালাই, কিন্তু তোমার মতো যত্নবান ও নিষ্ঠাবান একজন সদস্যও খুঁজে পাই না। তরুণদের, ছাত্র যুবকদের অনেক সমাবেশ বৈঠকে গিয়েও তোমার মতো একজন সতর্ক, সাবধান ও প্রত্যয়ীসভাবের যুবক বড় একটা চোখে পড়ে না। "মুমিন ধোকা দেয় না, ধোকা খায় না" এই শর্তের মূর্ত প্রতীক একজন আদর্শ সংগঠক হিসেবে তোমার অভাব তীব্রভাবে উপলব্ধি করি।

হবু বুদ্ধিজীবীদের অনেকের মেধা আমাকে আকৃষ্ট করে। অনেকের লেখা ও বলা আমার বেশ পছন্দ হয় কিন্তু তোমার লেখা ও বলার মধ্যে ঈমানীয়াতের যে ছোঁয়াচ থাকত তা যেন আজ একেবাইে অনুপস্থিত।

পরামর্শ ও সমালোচনার ময়দানে আজকের যুবকেরা যদি তোমাকে খুঁজে পেত। ব্যক্তিগত আক্রোশ অথবা আকর্ষণযুক্ত নিরপেক্ষ সমালোচনা সামগ্রিক অবস্থার আলোকে নিছক আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টিকে একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে সামনে রেখে সুচিন্তিত পরামর্শ দেয়ার প্রবণতা আজ প্রায় লোপ পেয়েছে। তাই আজ ১৫ই আগস্ট তোমার শাহাদাতের মুহূর্তটি স্মরণ করে আজকে দিশেহারা যুব সমাজের আলোর দিশারী হিসেবে একজন আব্দুল মালেকের প্রতীক্ষা নিয়ে সামনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছি।

অনন্য প্রতিভার ক্ষণিক পরশ

শহীদ মীর কাসেম আলী

(২০১৬ সালের সেপ্টম্বরে শাহাদাতবরণ করেন শহীদ মীর কাসেম আলী। ১৯৯৮ সালে শহীদ আব্দুল মালেক স্মরণে তিনি হৃদয়গ্রাহী একটি নিবন্ধ রচনা করেন। যেখানে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেন। শহীদ মীর কাসেম আলীর নিবন্ধটি পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হল- সম্পাদক)

মালেক ভাই-এর সাথে আমার প্রথম দেখা হয় ১৯৬৭ সালে। এই বছরের জুলাই মাসে ঢাকার গুলশানে এক ট্রেনিং ক্যাম্প হয়। সারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে কর্মী ভাইয়েরা এতে যোগদান করেছিলেন। চট্টগ্রাম থেকে আমরা কয়েকজন শাখা সভাপতি নাসের ভাই-এর নেতৃত্বে ঢাকা চললাম। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকলেও বিশেষ অনুমতিক্রমে আমাকে নেয়া হলো। রাতে সবাই প্রাদেশিক অফিস ৩৪, আগামসীহ লেনে এসে পৌঁছলাম। প্রদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আরো অনেক তরুণ মুজাহিদ ভাইয়েরা এসে জমায়েত হয়েছেন। নিজামী ভাই সবাইকে অভ্যর্থনা জানালেন। এদিকে ক্ষুধায় পেট জ্বলছে। ঢাকার এক কর্মী ভাই আমাদেরকে নিয়ে চললেন পপুলার হোটেলে। অল্প পয়সায় এতো পরিপাটি হোটেল হয়তো ঢাকায় আর একটাও নেই। যাই হোক, খাওয়ার পর এবার থাকবার পালা। নাছের ভাই চট্টগ্রামের সবাইকে নিয়ে চলল ফজলুল হক হলের দিকে। রিক্সা না পাওয়ায় সবাই 'কুইক মার্চ' করলাম। সবার বিছানা পত্র নিজ নিজ কাঁধে। মনে হলো যেন কোন অভিযাত্রী দল রাত্রির নিস্তব্দতাকে ভেঙ্গে এগিয়ে চলছিল অভীষ্ঠ লক্ষ্যপানে। রাত প্রায় বারটায় আমরা ফজলুল হক হলে গিয়ে পৌঁছলাম। হলের বিশাল দালানটি জনাব ফজলুল হক সাহেবের বিরাট ব্যক্তিত্বের কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। দুঃখ হলো, এই দুর্ভাগা জাতির জন্য, যারা এতো বড় ব্যক্তিত্ব পাওয়ার পরও তাদের মঞ্জিলে মকছুদে পৌঁছতে পারেনি। আমরা সবই ১১২ নং রুমে এসে পৌঁছলাম। এটাই মালেক ভাইয়ের রুম। তখনো মালেক ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় হয়নি, আলাপ হয়নি। কিছুক্ষণ পর তিনি হাসিমুখে আমাদের সাথে পরিচয় করলেন। দাঁড়িওয়ালা কালো লোকটিকে দেখে আমার কেন জানি হযরত বেলাল (রা:)-এর কথা মনে পড়ে গেল। রুমের দরজায় দুটি উদ্বৃতি ছিল এর একটি ছিলো আল-কোরআনের লিখা বিপ্লবী বাণী "তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল অবশ্যই থাকতে হবে যারা সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অন্যায় কাজে বাধা দান করবে। এরাই হবে সফলকাম।" দ্বিতীয়টি নীল নদ বিধৌত হযরত মুসা (আ:) এর দেশ মিশরের এক বিপ্লবী নরশার্দুল বিংশ শতাব্দীর এক উজ্জ্বল নক্ষত্র শহীদ হাসানুল বান্নার (র.) "আমরা ততোদিন নিরব হবো না, নিথর হবো না, নিস্তব্ধ হবো না, যতদিন না আমরা কুরআনকে একটি শাসনতন্ত্র হিসেবে দেখতে পাই আমরা এ কাজে হয়

সফলতা অর্জন করবো নয় শাহাদাতবরণ করবো।" এই ছিল মরণজয়ী হাসানুল বান্নার বিপ্লবী চেতনা। মালেক ভাইয়ের চেতনাও এই চেতনার সাথে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। তাঁর শাহাদাতের পর একথা সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। তখন থেকেই এই রুমের প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব আর মালেক ভাইয়ের প্রতি একটা সংগ্রামী আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম।

পর দিন ট্রেনিং ক্যাম্প। ট্রেনিং ক্যাম্পের ইনচার্জ হলেন মালেক ভাই। তাঁর কর্মতৎপরতা, সময়ানুবর্তিতা এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এই ট্রেনিং ক্যাম্পকে করেছিল সফলকাম। অনেক রাত পর্যন্ত প্রোগ্রাম করার পরে যখন ঘুমাতে যেতাম, তখন মালেক ভাইকে গভীর কাজে মগ্ন দেখেছি। আবার ফজরের আগে তাঁকেই দেখতাম সবাইকে ঘুম থেকে জাগাতে। তিনি কখন ঘুমাতেন বা বিশ্রাম নিতেন জানতাম না। অবাক বিস্ময়ে ভাবতাম, এরকম বিপ্লবী না হলে বিংশ শতাব্দীতে আমরা বিপ্লব আনতে পারবো না। মালেক ভাই এই বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রনায়ক, ইতিহাস তাঁকে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করবে।

দ্বিতীয় বার মালেক ভাই এর সাথে দেখা হয় ফেনীর আঞ্চলিক সম্মেলনে। ফেনীতে যাওয়ার পিছনে আমার দুটো অভিসন্ধি ছিলো, সম্মেলনে যোগদান ও এক পুরনো বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ। বিকেলে উন্মুক্ত অধিবেশনে মালেক ভাই "দেশের ছাত্র আন্দোলন ও ইসলামী আন্দোলনের ভূমিকা" এ পর্যায়ে এক সারগর্ভ বিপ্লবী ভাষণ দেন। এতে সুন্দর বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতা মালেক ভাইয়ের অসাধারণ প্রতিভারই স্বাক্ষর। সেদিন মালেক ভাই আমার মনে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী বক্তা হিসেবে আসন গেড়ে নিলেন। মালেক ভাইয়ের সাথে শেষ দেখা হয় ১৯৬৮ সালের শেষের দিকে। চট্টগ্রামে রমজান মাসের ট্রেনিং ক্যাম্পে তিনি যোগদান করেছিলেন। মালেক ভাইয়ের দুটো বক্তৃতা আজো আমার মনে অনুরণিত হয়ে "ইসলামী আন্দোলনের সাফল্যের সম্ভাবনা" আমার মনে দৃঢ় প্রত্যয় এনেছিল। সেদিন আমার মনে বিশ্বাস জন্মেছিল বিংশ শতাব্দীর সারা বিশ্বে ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টি হবেই। তাঁর দ্বিতীয় বক্তৃতা ছিল "ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের অগ্নী পরীক্ষা" প্রোগ্রামের ফাঁকে ফাঁকে যে অবসর সময় মিলত তখন তিনি বিশ্রাম না নিয়ে কর্মীদের নিয়ে প্রশ্নোত্তরে বসতেন। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন "ইসলামী আন্দোলনের এ কর্মী বাহিনীর মোকাবেলা করতে পারে দুনিয়ায় এমন কোন শক্তি নেই। কারণ ছাত্রসংঘের ছাত্ররা নিজেদের জীবনকে বাজি রেখে এ মহান আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে চলছে।" তাঁর সেই ভবিষ্যৎ বাণী প্রমাণিত হয়েছিল সারা দেশব্যাপী গণ আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে সমাজতন্ত্রীদের অশুভ ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের বিপ্লবী ভূমিকায় এবং তাঁর দ্বিতীয় কথার প্রমাণ মিলে তাঁর নিজের জীবনের বিনিময়ে ইসলামী আদর্শের ঝান্ডাকে উঁচু রাখার প্রতিষ্ঠায়।

মালেক ভাইয়ের সাথে আমার শেষ সান্নিধ্য ঘটে ট্রেনিং ক্যাম্পের শেষদিন ফজরের নামাজের পর। আমরা প্যারেড স্কোয়ারের পাশ দিয়ে হাঁটছিলাম। এর কিছুদিন আগেই আমি নিবেদন করেছিলাম রুকনিয়াতের জন্য। সে সূত্র ধরেই ভোরের মৃদুমন্দ হাওয়ায় তিনি আলাপ শুরু করলেন। তার উপদেশগুলো আলোর মশার বয়ে চিরদিন আমায় অন্ধকারে পথ দেখিয়ে দেবে। তাঁর অনেকগুলো কথার একটি হলো- "এ আন্দোলনের সদস্য যদি হতে হয় তবে জ্ঞানের অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হতে হবে যাতে করে সার্বিক চেতনা ও অনুভূতি নিয়ে এ আন্দোলনের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া যায়।"

আমি আজ কৃতজ্ঞভরে স্মরণ করছি তাঁর সেই হেদায়াতই আমাকে এ মহান আন্দোলনকে চেতনা দিয়ে অনুভব করতে শিখিয়েছে। কিন্তু মালেক ভাইকে সেদিনই পুরোপুরি অনুসরণ করা সম্ভব হবে, যেদিন তাঁর শাহাদাতের পথে আমরাও এগিয়ে যেতে পারব।

জাতীয়

শিবগঞ্জে ব্যাপক বজ্রপাতে ২০ জন নিহত হওয়ায় জামায়াত আমীরের শোক
ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে ক্ষতিপূরণ আহতদের চিকিৎসা নিশ্চিত করার আহ্বান

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায় ব্যাপক বজ্রপাতে ২০ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ০৪ আগস্ট ২০২১ এক শোকবাণী প্রদান করেছেন।

শোকবাণীতে তিনি বলেন, "০৪ আগস্ট দুপুর ১২টার দিকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায় ব্যাপক বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। এতে একই পরিবারের ৫ জনসহ মোট ২০ জন নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। নিহতরা বিয়ে পরবর্তী একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলে লোকজন নৌকা থেকে নেমে পদ্মার পশ্চিমপাড়ে ফেরিঘাটের একটি ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানে অবস্থানকালে এই বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে।

এদিকে কিশোরগঞ্জের নিকলীতে মঙ্গলবার (৩ আগস্ট) রাতে হাওরে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে আরো দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো দুজন।

শোকবাণীতে তিনি আরো বলেন, বজ্রপাতে মর্মান্তিকভাবে নিহত হওয়ার ঘটনায় আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং তাদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি। আমি নিহত ও আহতদের শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। সেই সাথে মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে দোয়া করছি, তিনি যেন তাদেরকে শহীদের মর্যাদা দান করেন। যারা মারাত্মকভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন আমি মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে তাদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।

বজ্রপাতের এসব দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং আহতদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।"

অপর এক শোকবাণীতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী রাজশাহী জোনের সহকারী পরিচালক ও কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারি অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, জেলা আমীর মাওলানা আবুজার গিফারী ও জেলা সেক্রেটারি অধ্যাপক আবু বকর চাঁপাইনবাগঞ্জের শিবগঞ্জে বজ্রপাতের ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেন। তারা নিহতদের রূহের মাগফিরাত কামনা করেন ও তাদের শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

টিকায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে
- ডা. শফিকুর রহমান

টিকায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদেরকে অগ্রাধিকার দেয়ার দাবি জানিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ৩১ জুলাই ২০২১ তারিখে তার ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে একটি পোস্ট দেন।

পোস্টে তিনি উল্লেখ করেন, "দীর্ঘ দেড় বছর সকল প্রকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় জাতীর সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে। অনেকগুলো পাবলিক পরীক্ষা নেয়া হয়নি। এসএসসি-এইচএসসি এর মতো ভিত্তিমূল পাবলিক পরীক্ষাগুলো অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

তাছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা, মেডিকেল শিক্ষা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রই মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ইতিমধ্যে লাখো লাখো শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে।

ধ্বংসের এই অনিশ্চিত যাত্রা বন্ধ হোক এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীরাই টিকার ক্ষেত্রে সবার আগে গুরুত্ব পাক। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে গোয়াল ঘরে পরিণত হয়েছে। এই অপমান এবং যন্ত্রণা থেকে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান মুক্তি পাক।

যারা সিদ্ধান্তের জায়গায় বসে আছেন, একটিবারের জন্য হলেও আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের শুভ বুদ্ধি দান করুন।"

আফগানিস্তানে একটি স্থিতিশীল সরকার গড়ে উঠুক
- ডা. শফিকুর রহমান

আফগানিস্তানের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ১৫ আগস্ট ২০২১ তারিখে তার ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে একটি পোস্ট দেন।
পোস্টে তিনি উল্লেখ করেন, "ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ আফগানিস্তানে তিন যুগের অধিক সময় ধরে চলে আসা অস্থিরতা, সহিংসতায় জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর সীমাহীন ক্ষতি হয়েছে। আফগানিস্তান ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছে। দেশটির স্থিতিশীলতা এ অঞ্চলের দেশগুলোর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
প্রত্যাশাঃ প্রতিহিংসা পরিহার করে সকল পক্ষের দায়িত্বশীল আচরণ, সহিষ্ণুতা-সহমর্মিতা, সহযোগিতার মাধ্যমে আফগানিস্তানে জনগণের একটি স্থিতিশীল সরকার গড়ে উঠুক।
আল্লাহ্ তা'য়ালা সকল ধরনের বিশৃঙ্খলা, রক্তপাত ও সকল প্রকার ক্ষয়-ক্ষতি থেকে দেশটিকে রক্ষা করুন। দেশটির জনগণের জন্য আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা শান্তির ফায়সালা দান করুন, এই দো'য়া করছি।"

হিজরী নববর্ষ উপলক্ষে আমীরে জামায়াত ডা. শফিকুর রহমানের শুভেচ্ছা বার্তা

নতুন হিজরী সন উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান। ১০ আগস্ট ২০২১ মঙ্গলবার তার ভেরিফাইড ফেইসবুক পেইজে এক বার্তায় তিনি এ শুভেচ্ছা জানান।
শুভেচ্ছা বার্তায় তিনি বলেন, "হিজরী নববর্ষের আগমনে মহান আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। হিজরী নববর্ষে সকলকে জানাই অন্তরের অন্তস্থল থেকে শুভেচ্ছা। আজ থেকে ১৪৪৩ বছর আগে মানবতার মুক্তির দূত বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা মক্কার মুশরিকদের নির্যাতনে সকল সহায় সম্পত্তি ছেড়ে মক্কা থেকে মদীনায় পাড়ি দিয়েছিলেন। ইতিহাসে এই মহান হিজরতকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যই হিজরী সন প্রবর্তিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই হিজরতই ইসলামের বিজয়ের ভিত রচনা করে দিয়েছিলো।
করোনার এই মহামারিতে গোটা বিশ্ব যখন বিপর্যস্ত, আমি মহান আল্লাহর কাছে নতুন বছরে পুরো মানবজাতির জন্য সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। আগত বছরটি হোক কপটতা, সংকীর্ণতা ও প্রতিহিংসামুক্ত। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তাঁর খাছ মেহেরবানীতে দেশ, দেশের জনগণ ও বিশ্ববাসীকে জঞ্জালমুক্ত করুন এবং মহান আল্লাহর পথে ফিরে আসার তাওফিক দান করুন। আমীন।"

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ ও লেখক ড. এবনে গোলাম সামাদের ইন্তিকাল

দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, গবেষক ও লেখক প্রফেসর ড. এবনে গোলাম সামাদ ইন্তিকাল করেছেন। ১৫ আগস্ট ২০২১রোববার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে রাজশাহী মহানগরীর ফায়ার ব্রিগেড মোড়ের নিজ বাসভবন 'নছিরন ভিলায়' তিনি মারা যান। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।
তিনি বেশকিছু দিন ধরে বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। সম্প্রতি তিনি করোনাক্রান্ত হন। পরে করোনা নেগেটিভও হয়। তাকে প্রথমে রাজশাহী মেডিকেলে এবং পরে নগরীর জমজম হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়। গত বৃহস্পতিবার তিনি নিজ গৃহে ফিরে আসেন। এবনে গোলাম সামাদ ১৯২৯ সালে রাজশাহীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মো. ইয়াসিন আলী ছিলেন রেলওয়ের স্টেশন মাস্টার। তার মাতার নাম নছিরন নেসা। ব্যক্তিগত জীবনে ড. সামাদ দুই স্ত্রীর পক্ষের ৪ ছেলে এবং ২ মেয়ের জনক। প্রথমা স্ত্রী ফ্রান্সের ফ্রার্সিম দোর্দা ইতোমধ্যে ফ্রান্সে মারা গেছেন। সন্তানেরাও বাংলাদেশে কেউ থাকেন না। বর্তমান স্ত্রী জাহানারা সামাদ তার ২ পুত্র ও ১ কন্যা

নিয়ে রাজশাহীতে আছেন। তিনি ১৯৪৮-এ শিক্ষা সংঘ বিষ্ণুপুর থেকে বি. কোর্স পাস করেন যা তখনকার মাধ্যমিক সমমান পাশ ছিল। এরপর তিনি রাজশাহী কলেজ থেকে ১৯৪৯ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। তেজগাঁও কৃষি ইনিস্টিটিউট থেকে কৃষিবিদ্যায় স্নাতক সম্পন্ন করার পর তিনি বিলেতে যান উদ্ভিদ রোগতত্ত্বের ওপরে গবেষণা করতে। ফ্রান্সে ৪ বছর গবেষণা করেন প্ল্যান্ট ভাইরাসের ওপরে। ১৯৬৩ সালে দেশে ফিরে ১৯৬৫ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। দেশে ফিরে তিনি ঢাকায় পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটে চাকরি করেন চার বছর। চাকরির পাশাপাশি শেখেন ফরাসি ভাষা। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রফেসর হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ২০টির বেশি গ্রন্থ রচনা করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন পত্রিকায় অসংখ্য কলাম লেখেন।
এবনে গোলাম সামাদ ছিলেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। তিনি এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে বাড়ির নিকটে অবস্থিত পদ্মা নদী পার হয়ে ভগবানগোলা হয়ে ভারতের কোলকাতায় উপস্থিত হন। ১৯৭১-এ কলকাতায় স্বাধীনতা সংগ্রামের মুখপাত্র 'জয়বাংলা' পত্রিকার সম্পাদনাকর্মে যুক্ত হন তিনি।

প্রফেসর এবনে গোলাম সামাদের ইন্তিকালে শোক
তাঁর ক্ষুরধার লেখনি তরুণ ও যুব সমাজকে দেশ গড়ার কাজে অনুপ্রাণিত করেছে
- ডা. শফিকুর রহমান

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক ও কলাম লেখক প্রফেসর এবনে গোলাম সামাদের ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ১৫ আগস্ট ২০২১ এক শোকবাণী প্রদান করেছেন।
শোকবাণীতে তিনি বলেন, বিশিষ্ট কলামিস্ট, কিংবদন্তি দার্শনিক, গবেষক, সমাজ চিন্তক এবং ইসলামিক ও দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী, বর্ষিয়ান শিক্ষাবিদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের সাবেক প্রফেসর এবনে গোলাম সামাদ ১৫ আগস্ট সকাল সাড়ে ১০টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মওলার ডাকে সাড়া দিয়ে ইন্তিকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আমি তাঁর ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করছি।
শোকবাণীতে তিনি আরো বলেন, তিনি ছিলেন একজন সত্যিকার দেশপ্রেমিক। তিনি তাঁর লেখনির মাধ্যমে জাতির জন্য অসামান্য অবদান রেখে গিয়েছেন। বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক হয়েও তিনি সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি, ও সমসাময়িক বিষয়ের উপর বিশ্লেষণধর্মী লেখা লিখে জাতিকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি তাঁর লেখনির মাধ্যমে দিকনির্দেশনামূলক পরামর্শ দিয়ে জাতিকে পথ দেখিয়েছেন এবং জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর ক্ষুরধার লেখনি দেশপ্রেমিক তরুণ ও যুব সমাজকে আলোড়িত ও দেশ গড়ার কাজে অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি আজীবন সত্য প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম করে গিয়েছেন। মহান রব তাঁর শূন্যতা পূরণ করে দিন।
শোকবাণীতে তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর এ গোলামের সকল নেক খেদমত কবুল করুন। তাঁর গুনাহখাতাগুলো মেহেরবানী করে মিটিয়ে দিন। পরবর্তী মঞ্জিলগুলো তাঁর জন্য শান্তি, রাহমাহ, মাগফিরাহ ও বারাকার চাদরে ঢেকে দিন। আবরার বান্দাদের মধ্যে কবুল করে তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস ও আলা দারাজাহ দান করুন। তাঁর শোকাহত স্বজনদের এবং সহকর্মীদেরকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সবরে জামিল দান করুন। আমীন।

রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের উদ্যোগে ২ দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত

করোনাকালিন দুর্যোগ সময়ে অসহায় ও বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে - ডা. শফিকুর রহমান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের উদ্যোগে ১০ ও ১১ আগস্ট উপজেলা আমীর, নায়েবে আমীর ও সেক্রেটারিদের নিয়ে ২ দিনব্যাপী ভার্চুয়ালি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও অঞ্চল পরিচালক মাওলানা আবদুল হালিমের সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মাওলানা মমতাজ উদ্দিন ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য অধ্যাপক মাহাবুবুর রহমান বেলালের সঞ্চালনায় দুই দিনব্যাপী কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আমীরে জামায়াত ডা. শফিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এম.পি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল যথাক্রমে মাওলানা এ.টি.এম মা'ছুম, মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান ও জনাব এ.এইচ.এম হামিদুর রহমান আযাদ বিষয় ভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপন করেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের টীম সদস্য আজিজুর রহমান সরকার, আফতাব উদ্দিন মোল্লা, মাওলানা আব্দুল খালেক, ডা. আব্দুর রহীম সরকার, এড. আব্দুল বাতেন সহ জেলা ও মহানগরী আমীরবৃন্দ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আমীরে জামায়াত ডা. শফিকুর রহমান বলেন, আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করবেন, এটা আল্লাহর ওয়াদা। তবে তার আগে আমাদের নিজেদের তৈরি হতে হবে। প্রতিটি হালাল-হারামের বিষয়ে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে। আমাদের কাজের দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে তা দূর করার চেষ্টা করতে হবে। মজলুমদের পাশে দাঁড়াতে হবে। উপজেলা হলো ইউনিটের কেন্দ্র। মূল দায়িত্বশীলদের এ ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। দায়িত্বশীলদের তাদের দায়িত্বের মর্যাদা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে। দায়িত্বশীল হিসেবে পরিবার, সমাজ, সংগঠন সকলের সাথে সুন্দর আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে হবে। দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় মহিলাদের উৎসাহমূলক সহযোগিতা করতে হবে। করোনাকালীন দুর্যোগ সময়ে অসহায় ও বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে এবং আক্রান্ত মানুষকে সেবা দিতে হবে। করোনার কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া ভাইদের পাশে দাঁড়াতে হবে।

কর্মশালার ডেলিগেইটদের উদ্দেশ্যে অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বক্তব্যে বলেন, স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত হতে পারে এবং পরিচালনার যোগ্যতা আছে এমন জনশক্তি বৃদ্ধি ও লালন করতে হবে। নিজেদের মান সংরক্ষণ ও তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে। কথা ও কাজের গরমিল পরিহার করতে হবে। আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ে আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। জ্ঞানগত যোগ্যতাকে বৃদ্ধি করতে হবে। প্রতিটি ইউনিয়ন সভাপতি ও সেক্রেটারিকে মান উন্নয়নের আওতায় আনতে হবে। শপথের আলোকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। ইসলামের মৌলিক জ্ঞান অর্জনে আরও সক্রিয় হতে হবে। এ ছাড়াও দায়িত্বশীলগণকে সংগঠনের প্রতিটি স্তর ও বিভাগ সচল রাখার জন্য আরো ভূমিকা রাখতে হবে। পরিবেশ অনুযায়ী দ্বীনি চাহিদা পূরণে যোগ্যতার পরিচয় দিতে হবে। রাজনৈতিক ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের বিষয়ে আরো দক্ষ হতে হবে।

মানুষ যাতে ক্ষুধার্ত না থাকে এজন্য নেতাকর্মীদের এগিয়ে আসতে হবে - ডা. শফিকুর রহমান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডাঃ শফিকুর রহমান বলেছেন, করোনার এ দুঃসময় মানুষ যাতে কষ্ট না পায়, ক্ষুধার্ত না থাকে এজন্য জামায়াতে ইসলামীর প্রত্যেক নেতাকর্মীকে এগিয়ে আসতে হবে। যার যতটুকু সম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে করোনাকালীন কর্মহীন মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে।

৭ আগস্ট ২০২১ শনিবার সকালে জামায়াতে ইসলামী নীলফামারী জেলা শাখা আয়োজিত জেলা রুকন সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। জেলা জামায়াতের আমীর আব্দুর রশিদের সভাপতিত্বে ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত রুকন সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল

মাওলানা আব্দুল হালিম, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বেলাল, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি অধ্যক্ষ আব্দুস ছাত্তার প্রমুখ।
ডা: শফিকুর রহমান বলেন, এই করোনা পরিস্থিতির ভয়াবহতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে। উত্তম চরিত্র গঠন করতে হবে। আল্লাহ বলেছেন, আমার পক্ষ থেকে যে বিধান দেয়া হয়েছে তা যারা মানবে তাদের পৃথিবীতে যে কোন পরিস্থিতির সময়ে ভয়েরও কোন কারণ নেই, দুশ্চিন্তারও কোন কারণ নেই। এ জন্য কুরআনকে পরিপূর্ণভাবে মানতে হবে, ইসলামের বিধানকে পরিপূর্ণভাবে মানতে পারলে মানুষের কেবল প্রকৃত সফলতা আসবে।
ভার্চুয়ালি রুকন সম্মেলনে জেলার ৬শ'র বেশি রুকন সংযুক্ত ছিলেন বলে জানা গেছে।

দাঈ ইলাল্লাহর কাজ আঞ্জাম দিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে - ডাঃ শফিকুর রহমান

দিনাজপুর উত্তর সাংগঠনিক জেলা শাখার উদ্যোগে জেলা শাখার আমীর অধ্যক্ষ আনিছুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং জেলা সেক্রেটারি জনাব রবিউল ইসলামের সঞ্চালনায় ১০ আগস্ট ২০২১ সকাল ৮.৪৫ মিঃ ভার্চুয়ালি সদস্য (রুকন) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সদস্য সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডাঃ শফিকুর রহমান।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওঃ আব্দুল হালিম, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মাওঃ মমতাজ উদ্দিন, সাবেক দিনাজপুর জেলা শাখার আমীর আফতাব উদ্দীন মোল্লা, দিনাজপুর দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা শাখার আমীর জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম।
আমীরে জামায়াত ডা. শফিকুর রহমান বলেন, "রুকন ভাইদেরকে তাদের শপথের আলোকে জীবন পরিচালনা করতে হবে। যেমন- ত্যাগ ও কুরবানির নজরানা পেশ করেছিলেন মুসলিম জাতির পিতা, আল্লাহর বন্ধু হযরত ইব্রাহীম (আঃ)। তিনি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনে স্বীয় পুত্র সন্তান ইসমাইলকে কুরবানি করেছিলেন। আল্লাহর রাহে হওয়ায় ইসমাইল আঃ কুরবানি না হয়ে বেহেস্তি দুম্বা অলৌকিকভাবে কুরবানি হয়ে যায়। তিনি নিজের জীবন-মৃত্যু, নিজের নামাজ, নিজের কুরবানি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই সপর্দ করছিলেন।
তিনি আরো বলেন, সম্মানিত রুকন ভাই ও বোনেরা, বর্তমান সরকার যেভাবে আমাদের উপর জুলুম-নির্যাতন চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করে গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইনসাফপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সর্বোচ্চ ত্যাগ-তিতিক্ষা কুরবানি করতে প্রস্তুত হতে হবে। এ জন্য আমাদেরকে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করতে হবে। কুরআন-হাদীস নিয়মিত অধ্যয়ন করতে হবে এবং জীবন হতে বিপরীত চরিত্র তথা মুনাফিকী পরিহার করতে হবে। মানবতার কল্যাণে এগিয়ে আসতে হবে। ঘরে বসে থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব নয়। দিনাজপুর ইসলামের জন্য সম্ভাবনাময় জেলা হওয়ায় দাঈ ইলাল্লাহর কাজ আঞ্জাম দিতে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে।"

নন-এমপিও শিক্ষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান খুবই জরুরি : অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সরকারের কাছে ইবতেদায়ি মাদরাসা শিক্ষকদের দাবি অনতিবিলম্বে পূরণের আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, 'কোভিড-১৯' প্রেক্ষাপটে এসব শিক্ষককে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান খুবই জরুরি। আমি সরকার ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের প্রতি শিক্ষকদের এ দুর্দিনে এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করছি।
গত ৩১ জুলাই শনিবার বাংলাদেশ ইবতেদায়ি মাদরাসা শিক্ষক পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত পরিষদের জেলা নেতৃবৃন্দের প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০২১-এ প্রধান আলোচক হিসেবে তিনি আরো বলেন, শিক্ষকরা মানুষ গড়ার কারিগর; বিশেষ করে ইবতেদায়ি মাদরাসা শিক্ষকরা কুরআন-হাদীস শেখানোর মাধ্যমে নবীওয়ালা কাজ

করছেন। তাদের জীবনকে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে সবার জন্য অনুকরণীয়-অনুসরণীয় করে গড়ে তুলতে হবে।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ইবতেদায়ি মাদরাসা শিক্ষক পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা আবদুছ ছবুর মাতুব্বর। দারসুল কুরআন পেশ করেন মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান। বিশেষ মেহমান ছিলেন আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের সভাপতি প্রফেসর ড. কোরবান আলী, জেনারেল সেক্রেটারি অধ্যাপক এবিএম ফজলুল করীম। ইবতেদায়ি মাদরাসা শিক্ষক পরিষদের জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা কামরুল হাসান শাহিনের পরিচালনায় উপস্থিত ছিলেন মাওলানা আলাউদ্দিন, মাওলানা আবদুল হালিম, মাওলানা জাকির হোসাইন প্রমুখ।

মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান বলেন, ইবতেদায়ি মাদরাসার শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের ফাউন্ডেশন হিসেবে তৈরি করেন। শিক্ষার্থীরা যাতে শিশু বয়সেই বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত শিখতে পারে, সেজন্য আপনাদের যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। তবেই আমরা আগামী দিনে বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াতকারী পাব। কুরআনের জ্ঞান অর্জনকারী ছাত্রছাত্রী পাব।

প্রফেসর ড. কোরবান আলী বলেন, আমাদের বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের অন্তর্গত ৯টি শিক্ষক পরিষদের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। আমাদেরই আগামী দিনে নৈতিকতাসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নে কাজ করতে হবে এবং জাতিকে সর্বজনীন ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি শিক্ষানীতি উপহার দেয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

অধ্যাপক এবিএম ফজলুল করীম শিক্ষকদের উদ্দেশে বলেন, আপনাদের প্রথমে নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ও মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন আদর্শ আলোকিত মানুষ হিসেবে সমাজে নিজেদের পেশ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, শিক্ষকরা জাতির আদর্শ কারিগর। তাই আপনাদের উচিত শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সহকর্মী, আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশীকে আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করা।

চট্টগ্রাম মহানগরী জামায়াতের ঈদ পুনর্মিলনী ও যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত
যৌবন কালের ত্যাগ-কুরবানি মহান রবের কাছে বেশি প্রিয়
- অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরোয়ার

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী চট্টগ্রাম মহানগরী যুব বিভাগের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য ঈদ পুনর্মিলনী ও যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মহানগরী এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ও যুব বিভাগের সেক্রেটারি এফ. এম. ইউনুছ। পাঁচলাইশ থানা আমীর ও চট্টগ্রাম মহানগরী কর্মপরিষদ সদস্য সাবেক কাউন্সিলর শামসুজ্জামান হেলালীর সঞ্চালনায় উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া প্রাণঘাতী করোনা মহামারিতে মৃত্যুবরণকারী সকলের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে প্রধান অতিথি বলেন, "ঈদুল আযহা হলো হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর স্মৃতি বিজড়িত একটি ত্যাগের উজ্জ্বল নিদর্শন। বিনা দ্বিধায় ও বিনা প্রশ্নে আল্লাহর নির্দেশ পালনের এক অনন্য দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঈদুল আযহা। ত্যাগই হলো কুরবানির আসল শিক্ষা। বর্তমান যুবকরাই পারে এই করোনায় বিপর্যস্ত পৃথিবীকে মানবতার সেবায় এগিয়ে এসে ত্যাগের মহিমা তুলে ধরতে। তাই বর্তমান মহামারীর এই দুর্যোগে সমাজ থেকে সকল প্রকার জুলুম-বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে একটি সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠায় যুবসমাজের ভূমিকার কোন বিকল্প নেই। সুতরাং সত্য, ন্যায় ও সুবিচারপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় যৌবন কালের ত্যাগ-কুরবানি মহান রবের কাছে বেশি প্রিয়। এ ক্ষেত্রে হযরত ওমর (রাঃ) এর জীবনী আমাদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। তিনি একজন রাষ্ট্র প্রধান হয়েও সাধারণ অধিনস্তদের খবর নেয়ার জন্য রাতের আঁধারে বেরিয়ে পড়তেন। দুনিয়ার ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা বিরল।"তিনি আরো বলেন,"বর্তমানে করোনা রোগীর সেবায় অপ্রতুল স্বাস্থ্য উপকরণের কারণে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। এ অবস্থায় সকলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা জাতির জন্য বিশাল কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। কোভিড আক্রান্ত জাতির সেবায় জামায়াতের সকল স্তরের জনশক্তিকে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ মানব সেবা

ব্যতীত সমাজের সংস্কার-সংশোধন করা কখনো সম্ভব নয়।"প্রধান অতিথি চট্টগ্রামের ত্যাগ ও কুরবানির কথা স্মরণ করে তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশব্যাপী ইসলামী আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন, চট্টগ্রামের জামায়াতে ইসলামীর সাবেক নেতৃবৃন্দ মরহুম মাওলানা শামসুদ্দিন ও অধ্যক্ষ মাওলানা আবু তাহের ও মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরীর ঐতিহাসিক ভূমিকা ও অবদানের স্মরণ করে তাদের প্রতি দোয়া ও তাদের রেখে যাওয়া কাজকে এগিয়ে নেয়ার আহ্বান জানান। উল্লেখ্য যে, প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যের শুরুতে 'আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী' দিবসে চট্টগ্রাম ইয়ুথ ফোরাম আয়োজিত সেমিণার স্মারকের মোড়ক উন্মোচন করলে ভার্চুয়াল প্যাল্টফরম হামদ আর তাকবির ধ্বনীতে মুখরিত হতে দেখা যায়।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় চট্টগ্রাম মহানগরী জামায়াতের আমীর ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মুহাম্মদ শাহজাহান বলেন,বিশ্ব সভ্যতার উত্থান-পতনে যুবকরাই ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। নৈতিক অবক্ষয় আর সামাজিক মূল্যবোধ বিলুপ্তির এ কঠিন সন্ধিক্ষণে একটি নৈতিক ও মানবিক সমাজ বিনির্মাণের কারিগর হতে পারে যুবকরাই। প্রযুক্তি বান্ধব বিশ্বে যুবকদেরকেই দায়িত্ব নিতে হবে "প্রযুক্তির কুফলকে সুফল দিয়ে বদলে দেবার"। যুবকদের প্রতি তিনি আরো বলেন, যুবক ভাইদের মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের উপর গবেষণা ও সাধনা করতে হবে। কেননা কুরআনের শিক্ষাই হলো একজন মুসলিম যুবকের জন্য সবচেয়ে বড় অর্জন ও নিয়ামত। তাছাড়া তিনি যুবকদেরকে আজান হলেই মসজিদপানে ছুটে গিয়ে প্রশান্ত চিত্তে ও সুনিবিড় আন্তরিকতা নিয়ে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য ও সাহায্য কামনার জন্য আহ্বান জানান এবং সব ধরণের বেহুদা-অনর্থক কাজ হতে নিজেদের বিরত রেখে আদর্শ জীবন গঠনে সময়ের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

বিশেষ অথিতির বক্তব্য দিতে গিয়ে মহানগর জামায়াতের নায়েবে আমীর আ.জ.ম ওবায়েদুল্লাহ্ বলেন, "পশ্চিমা সভ্যতায় প্রভাবিত যুবকরা বর্তমানে মাদকসহ নানা অপ্রীতিকর কর্মকান্ড ও নেশায় জড়িয়ে যাচ্ছে। বর্তমান যুব বিভাগের নেতৃত্বকে এই ক্ষেত্রে যুব ও তরুণ সমাজকে সাবলিল ও সুন্দর জীবন গঠনের দিকে ফিরিয়ে আনার চ্যালেঞ্জ নিতে হবে। যুবকদের সব ধরণের অসমাজিক কার্যকলাপ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজনের উদ্যোগ নিতেও তিনি আহবান জানান।"

এ ছাড়াও আরো বক্তব্য রাখেন- চট্টগ্রাম মহানগরীর নায়েবে আমীর বিশিষ্ট পরিবেশবিদ মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মহানগরী সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মুহাম্মদ নুরুল আমীন, এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মাওলানা খায়রুল বাশার ও মুহাম্মদ উল্লাহ্, সাংগঠনিক সম্পাদক এম. এ.আলম চৌধুরী ও মোর্শেদুল ইসলাম চৌধুরী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ডক্টর আতিয়ার রহমান, শ্রমিক নেতা এস. এম. লুৎফর রহমান, শিবির নেতা আমান উল্লাহ, সাদেক আব্দুল্লাহ্, ওসমান গণি প্রমুখ। উল্লেখ্য যে সহস্রাধিক যুবকের উপস্থিতির এ ভার্চুয়াল সম্মেলনে সুন্দর ও আকর্ষণীয় ইসলামী সংগীত পরিবেশন করে অনুষ্ঠানকে মুগ্ধ করেন বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার ও জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী, গীতিকার ও সুরকার সাইফুল্লাহ মানসুর ও মশিউর রহমান।

নরসিংদীতে ৫ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা
দেশের বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে সরকারের বাকশালি আচরণ খুবই দুঃখজনক
- মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নরসিংদী জেলার বিভিন্ন থানায় অভিযান চালিয়ে ৫ জন নেতা-কর্মীকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার ১৫ আগষ্ট ২০২১ প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন,

"১৪ আগষ্ট দিবাগত রাতে নরসিংদী জেলার মাদবধী থানায় ইউনিয়ন আমীরসহ ২ জন, রায়পুর থানায় ২ জন এবং শিবপুর থানায় ১ জনসহ ৫ জন নেতা-কর্মীকে তাদের নিজ নিজ বাড়ি থেকে পুলিশ সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে কোনো ওয়ারেন্ট ছিল না। শুধুমাত্র রাজনৈতিকভাবে হয়রানি করার হীন উদ্দেশ্যেই তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমরা সরকারের এই ফ্যাসিবাদী আচরণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণের এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে যখন সারাদেশে মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে, তখন জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীগণ কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচীর আলোকে সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে সাধারণ জনগণের পাশে দাঁড়ানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। দেশের এহেন বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে সরকারের এই বাকশালি আচরণ খুবই দুঃখজনক।

অবিলম্বে নরসিংদী জেলায় গ্রেফতারকৃত ৫ জন নেতা-কর্মীসহ সারাদেশে গ্রেফতারকৃত জামায়াতে ইসলামীর সকল নেতা-কর্মীকে মুক্তি দেয়ার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।"

গাইবান্ধা জেলা জামায়াতের ষান্মাসিক সদস্য (রুকন) সম্মেলন অনুষ্ঠিত
দল-মত নির্বিশেষে সবার সেবার মানসিকতা থাকতে হবে
- অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

৭ আগস্ট ২০২১ সকাল সাড়ে ৯টায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে ভার্চুয়াল মাধ্যমে ষান্মাসিক সদস্য (রুকন) সম্মেলন-২০২১ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, 'আমাদের জীবনের আসল মালিক আমরা নই। এই জীবনের মালিক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। দুনিয়াতে তাঁর ইচ্ছা ও নিয়ম ব্যতিত আমাদের কোনো কিছুই করার নেই। বর্তমান বিশ্ব করোনা পরিস্থিতিতে আমাদের দল-মত নির্বিশেষে সকলকেই চিকিৎসা সেবা দেয়ার সর্বোচ্চ মানসিকতা থাকতে হবে। যার যার অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করার চেষ্টা করতে হবে। আমাদেরকে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ দাওয়াত আপামর জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। নিজেদের মানউন্নয়ন ও জনশক্তির মান সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। মানবতার সেবার মাধ্যমে দেশ পরিচালনার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।'

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাওলানা আবদুল হালিম 'সালাত, আমানত ও মানবসেবার বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি জামায়াতের সদস্য (রুকন) দের আমানতদারিতার সাথে দায়িত্ব পালনের তাকিদ দেন।'

বিশেষ অতিথি কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মাওলানা মমতাজ উদ্দিন তার বক্তব্যে বলেন, 'সদস্য (রুকন) দেরকে তার দায়িত্বানুভূতি নিয়ে কাজ করতে হবে। সংগঠন পরিচালনায় সদস্যদের বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে।'

বিশেষ অতিথি রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের টীম সদস্য ডা. আব্দুর রহীম সরকার বলেন, 'আমাদের কাজের ঘাটতিগুলোকে পূরণ করতে হবে। পরিকল্পিতভাবে কাজ আনজাম দিলে আমাদের ঘাটতিগুলো পূরণ হবে, ইনশাআল্লাহ।'

মেহমানবৃন্দ বর্তমান করোনা মহামারি থেকে হেফাজতের জন্য মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করেন।

গাইবান্ধা জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর জনাব মোঃ আব্দুল করিমের সভাপতিত্বে ও জেলা সেক্রেটারি মাওলানা জহুরুল হক সরকারের পরিচালনায় এ রুকন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

পঞ্চগড় জেলা জামায়াতের সদস্য (রুকন) সম্মেলন-২০২১ অনুষ্ঠিত
নিজেদের যথাযথ মানোন্নয়ন করতে পারলেই আমরা ইসলামী সমাজ কায়েমের দিকে এগিয়ে যেতে পারবো : অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, সংগঠনের সদস্য (রুকন) মানে যিনি আল্লাহর সাথে করা বেচা-কেনার চুক্তি মৃত্যু পর্যন্ত লালন করে এবং নিজের জীবনের সবকিছু আল্লাহর কাছে বিলীন করে দিয়ে সব ধরনের পরীক্ষাকে নিজের জীবনের পরীক্ষা

হিসেবেই গ্রহণ করে। ৮ আগস্ট ২০২১ সকালে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী পঞ্চগড় জেলা শাখার উদ্যোগে ভার্চুয়ালী অনুষ্ঠিত সদস্য (রুকন) সম্মেলন-২০২১ এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি উপরোক্ত কথা বলেন।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার আরো বলেন, "বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশকে একটি সুখী-সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত করতে চায়। আর এ জন্য সংগঠনের সদস্যদেরই প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে। নিজেদের যথাযথ মানোন্নয়ন করতে পারলেই আমরা ইসলামী সমাজ কায়েমের দিকে এগিয়ে যেতে পারবো, ইনশাআল্লাহ। সাথে সাথে আমরা পরকালীন মুক্তিও পাবো। তিনি বলেন, যারা রুকনিয়াতের বাইয়াত নিয়েছেন, তাদের জন্য মহান রবের পক্ষ থেকে সুসংবাদ রয়েছে। করোনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, করোনায় যারা ইন্তিকাল করেছেন, যারা আক্রান্ত হয়েছেন, আমি সকলের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করছি। তিনি করোনা থেকে মুক্তির জন্য মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করেন এবং করোনা রোধকল্পে নিজেদের টিকা গ্রহণ ও অন্যদের টিকা গ্রহণে সহযোগিতা করার জন্য সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান।
সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আবদুল হালিম তাঁর আলোচনায় সংগঠনের ইতিহাস-ঐতিহ্যের আলোকে পূর্বসুরিদের বিভিন্ন শিক্ষামূলক ঘটনা তুলে ধরেন এবং সদস্যদের দায়িত্ব, দায়িত্বানুভূতি এবং কর্তব্যনিষ্ঠা সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের রেফারেন্স পেশ করে আলোচনা করেন। তিনি সদস্যদেরকে তাদের 'শপথ' এর দাবির কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং তা যথাযথভাবে রক্ষা করার আহ্বান জানান।
সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জেলা আমীর অধ্যাপক ইকবাল হোসাইন। দারসুল হাদীস পেশ করেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মাওলানা মমতাজ উদ্দিন। বক্তব্য পেশ করেন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বেলাল ও পঞ্চগড় জেলার সাবেক আমীর ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মাওলানা আবদুল খালেক।
সভাপতির বক্তব্যে জেলা আমীর অধ্যাপক ইকবাল হোসাইন কাজের ষান্মাসিক রিপোর্টের নিরিখে বাকি সময়ের মধ্যে বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার আহ্বান জানান।

নড়াইল জেলা জামায়াতের ষান্মাসিক সদস্য (রুকন) সম্মেলন-২০২১ অনুষ্ঠিত
মুমিনের উচিত সব কাজের উর্দ্ধে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজকে প্রাধান্য দেয়া
- অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

৯ আগষ্ট ২০২১ সকালে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নড়াইল জেলা শাখার উদ্যোগে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত সদস্য (রুকন) সম্মেলন-২০২১ এ প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার।
এ সময় অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, "মুমিনদের আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সকল কাজের উপরে দ্বীনের কাজকে প্রাধান্য দিতে হবে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পেশাগত দিকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার রঙ্গীন স্বপ্ন আমাদের জীবনকে সব সময় তাড়িয়ে বেড়ায়। কিন্তু মহান আল্লাহর খলিফা হিসেবে এই দুনিয়াবী জিন্দেগীতে আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য অনেক বেশি। এই দায়িত্ব পালন করার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নিজের জীবনকে ঢেলে সাজাতে হবে। তাই উন্নত মৌলিক মানবীয় গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে জামায়াতের রুকনদের দুনিয়ার সামগ্রিক কর্ম ব্যস্ততার উপরে ইকামাতে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজকে প্রাধান্য দিতে হবে। জামায়াতের সদস্যদের দায়িত্ব হচ্ছে নিজ এলাকার পাশাপাশি জেলার সকল গ্রাম ও মহল্লায় দ্বীনের প্রকৃত দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে মজবুত সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা।
তিনি বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির ভয়াবহ সংক্রমণের সময়ে জেলার সকল নেতা-কর্মীদের অসহায় ও দুস্থ মানবতার পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহবান জানান।"
কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও জেলা আমীর এ্যাডভোকেট আতাউর রহমান বাচ্চুর সভাপতিত্বে ও জেলা সেক্রেটারি মাওলানা ওবায়দুল্লাহ কায়সারের পরিচালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চল পরিচালক জনাব মোবারক হোসাইন, কেন্দ্রীয়

কর্মপরিষদ সদস্য ও সাংগঠনিক সেক্রেটারি জননেতা মাওলানা আজীজুর রহমান, সাবেক জেলা আমীর ও অঞ্চল টীম সদস্য মাওলানা মির্জা আশেক এলাহী।

মাগুরায় জেলা জামায়াতের সদস্য (রুকন) সম্মেলন ২০২১ অনুষ্ঠিত
মুমিনদেরকে সকল কাজের উপরে দ্বীনের কাজকে প্রাধান্য দিতে হবে
- অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মাগুরা জেলা শাখার উদ্যোগে ১২ আগষ্ট ২০২১ বৃহস্পতিবার সকালে ভার্চুয়ালি ষান্মাসিক সদস্য (রুকন) সম্মেলন ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মাগুরা জেলা জামায়াতের আমীর অধ্যাপক এমবি বাকেরের সভাপতিত্বে উক্ত রুকন সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যশোর - কুষ্টিয়া অঞ্চলের পরিচালক জনাব মোঃ মোবারক হুসাইন।
সকাল ৮টা থেকে শুরু হয়ে বেলা ১১টা পর্যন্ত ভার্চুয়ালি এ রুকন সম্মেলনে মাগুরা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের রুকনগণ অংশ গ্রহণ করেন।
প্রধান অতিথি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার তাঁর বক্তব্যে বলেন, "দেশকে একটি সুখী-সমৃদ্ধশালী ও কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে দেশে কুরআনের শাসনের কোনো বিকল্প নেই। মানবতার মুক্তি ও কল্যাণ সাধনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কাজ করছে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর এ মহতী কাজে সহযোগিতা করার জন্য দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।"

গণমুখী দাওয়াত ও সামাজিক কাজের মাধ্যমে জামায়াত দেশে গণভিত্তি রচনা করতে চায়
- অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, জামায়াতে ইসলামী একটি আদর্শিক ও গণমুখী রাজনৈতিক সংগঠন। সমাজসেবা ও মানবসেবার মাধ্যমে জামায়াত ইতোমধ্যে দেশের মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। সমাজ সংস্কারের জন্য গণভিত্তির প্রয়োজন। ব্যাপক ও গণমুখী দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে জামায়াত সেই গণভিত্তি রচনা করতে চায়।
১৩ আগস্ট ২০২১ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা উত্তর সাংগঠনিক জেলা শাখা কর্তৃক ভার্চুয়ালি আয়োজিত ষান্মাসিক সদস্য (রুকন) সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও ঢাকা জেলা উত্তর আমীর অধ্যক্ষ মাওলানা আফজাল হোসাইনের সভাপতিত্বে এবং জেলা সেক্রেটারি মাওলানা মোঃ শাহাদাত হোসাইনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সদস্য সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও সহকারি সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও ঢাকা অঞ্চল উত্তরের অন্যতম টিম সদস্য জনাব আবুল হাসেম।
প্রধান অতিথি বলেন, সদস্যরা সংগঠনের পিলার বা খুঁটি। খুঁটি যেমন ঘরকে দাঁড় করিয়ে রাখে তেমনি সদস্যরাও সংগঠনকে সঠিক মানের উপর টিকিয়ে রাখেন। জামায়াতের সদস্যরা একদিকে যেমন নিজেদের পরিবারের দায়িত্ব নিজেরা কাঁধে তুলে নিবেন, পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্বও কাঁধে তুলে নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করবেন। কুরআন-হাদীস ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়নের মাধ্যমে সে কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা অর্জিত হতে পারে।

তিনি আরো বলেন, জামায়াত যোগ্য মানুষ তৈরির জন্য ক্যাডার ভিত্তিক সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তুলেছে। জামায়াতের সদস্যরা হলেন সংগঠনের মূল ও পরীক্ষিত শক্তি। তিনি সদস্যদেরকে ইঞ্জিনের সাথে তুলনা করে বলেন, জামায়াতের সদস্যরা ট্রেনের ইঞ্জিনের ন্যায়। ইঞ্জিন স্বচালিত এবং অসংখ্য বগিকে টেনে সামনে নিয়ে যায়। তেমনি সদস্যরা হবেন স্বচালিত এবং তারা সমাজের সব স্তরের মানুষকে সাথে নিয়ে দীন বিজয়ের জন্য কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

সহকারি সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম বলেন, ইসলামী আন্দোলনের সদস্যদেরকে নৈতিকতার ব্যাপারে আপোষহীন হতে হবে। ওয়াদা পূরণ, বিশ্বস্ততা, দায়িত্ব পালন এবং অধিকার আদায়ে তারা হবেন অনুকরণীয়। আল্লাহর রাস্তায় খরচের বিষয়ে তারা স্বত:স্ফূর্ত হবেন। সমাজের মানুষের জন্য তারা হবেন আলোকিত। ইসলামী আন্দোলনে ত্যাগ-কুরবানী স্বাভাবিক বিষয়। আমাদের শহীদ এবং আহত পঙ্গুত্ববরণকারী ভাইয়েরা ত্যাগ-কুরবানীর জীবন্ত উপমা রেখে গেছেন।

কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য আবুল হাশেম বলেন, সাংগঠনিক কাজে সদস্যদের ওজর পেশ করার কোনো সুযোগ নেই। বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তারা নিরলসভাবে কাজ করে যাবেন।

সভাপতির বক্তব্যে ঢাকা জেলা উত্তর আমীর মাওলানা আফজাল হোসাইন বলেন, জামায়াত একটি গতিশীল সংগঠন। সদস্যরা নিজেদের মধ্যে যে আদর্শিক চিন্তা লালন করেন বাস্তব কাজের মাধ্যমে ময়দানে তার প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

অন্ন-বস্ত্রহীন মানুষের করুণ চাহনি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতি প্রশ্ন তুলেছে
অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, 'অন্ন-বস্ত্রহীন মানুষের করুণ চাহনি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতি প্রশ্ন তুলেছে। কভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সরকারের অব্যবস্থাপনার কারণে চিকিৎসা ব্যবস্থার চরম অরাজকতা বিরাজ করছে। মানুষ হাসপাতালে জায়গা পাচ্ছে না, অক্সিজেনের অভাবে মানুষ ছটফট করছে।' তিনি টিকা দান কর্মসূচীর অব্যবস্থাপনার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, মানুষ লাইনে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে টিকা পাচ্ছে না, টিকা ব্যবস্থায় দলীয় প্রভাব খাটানো হচ্ছে।

অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করাসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি রুকনদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'রুকনিয়াতের দায়িত্বকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করে বাইয়াতের বন্ধনে আবদ্ধ থেকে দ্বীনের দাওয়াতকে ছড়িয়ে দিতে হবে।'

১৪ আগস্ট ২০২১ শনিবার বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কুড়িগ্রাম জেলা শাখা কর্তৃক আয়োজিত ভার্চুয়ালি ষান্মাসিক সদস্য (রুকন) সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তবে তিনি এসব কথা বলেন। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ও কুড়িগ্রাম জেলা আমীর মাওলানা আব্দুল মতিন ফারুকীর সভাপতিত্বে এবং জেলা সেক্রেটারি মাওলানা নিজাম উদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সদস্য (রুকন) সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আবদুল হালিম, সাংগঠনিক সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মাওলানা মমতাজ উদ্দিন, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বেলাল, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ও অঞ্চল টিম সদস্য অধ্যাপক আজিজুর রহমান সরকার।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাওলানা আবদুল হালিম বলেন, 'রুকন ভাই-বোনদের দায়িত্ব হচ্ছে অজুহাত না দেখিয়ে সব সময় তৎপর থাকা এবং ইখলাছের সাথে দায়িত্ব পালন করা।'

জামালপুর জেলা শাখা কর্তৃক ভার্চুয়ালি আয়োজিত বিশেষ রুকন সম্মেলনে আখিরাতের সাফল্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সর্বাত্মক চেষ্টা করাই মুমিনের প্রধান কাজ অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী রূপ-রস লাভ বা ব্যক্তিগত, সামাজিক ও পেশাগত দিকে প্রতিষ্ঠা লাভ চেষ্টার চেয়ে আখিরাতের সাফল্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সর্বাত্মক চেষ্টা করাই একজন মুমিনের প্রধান কাজ ও একান্ত সাধনা হওয়া উচিৎ। দুনিয়ায় আল্লাহর খলিফা হিসেবে এটাই মানুষের প্রধান কর্তব্য। দুনিয়ার স্বপ্নে বিভোর না হয়ে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা, মানব সেবা এবং চিরস্থায়ী জান্নাত প্রাপ্তির জন্যে তিনি জামায়াতের সদস্য (রুকন) দের প্রতি আহ্বান জানান। এ লক্ষ্যেই তাদের জীবনের কার্যক্রম ঢেলে সাজাতে হবে।

তিনি ১৪ আগষ্ট ২০২১ শনিবার জামায়াতে ইসলামী জামালপুর জেলা শাখা কর্তৃক ভার্চুয়ালি আয়োজিত বিশেষ রুকন সন্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে এ সব কথা বলেন।

জামালপুর জেলা জামায়াতের আমীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য এ্যাডভোকেট মুহাম্মদ নাজমুল হক সাঈদীর সভাপতিত্বে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এ শিক্ষা সন্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য ও কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগের সেক্রেটারী এ্যাডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ এবং কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারী, কর্মপরিষদ সদস্য, ময়মনসিংহ অঞ্চলের পরিচালক ড. মাওলানা ছামিউল হক ফারুকী। এ ছাড়াও জেলা সেক্রেটারি কবীর আহমদ হুমায়ুনসহ জেলা জামায়াতের নেতৃবৃন্দও সন্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার আরো বলেন, সরকার করোনা মোকাবেলায় সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও দেশ পরিচালনায় চরম ব্যর্থতা ও সমন্বয় হীনতার পরিচয় দিয়েছে। মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামী নীতি অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে তিনি জামায়াতের সর্বস্তরের জনশক্তিকে আল্লাহমুখী জীবন গড়তে এবং সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুয়ামালাত পরিশুদ্ধ করা তথা তওবা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে নিজেদের জীবন গঠনের লক্ষ্যে তিনি জামায়াতের রুকনদের প্রতি আহবান জানান।

সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রতিটি ওয়ার্ড, গ্রাম, মহল্লাসহ তৃণমূল পর্যায়ে সুশৃঙ্খল সংগঠন গড়ে তোলার জন্য তিনি রুকনদের প্রতি আহ্বান জানান। এ সময় তিনি ইসলামী সমাজ গঠনের গুরুত্ব সম্পর্কেও রুকনদের অবহিত করেন।

কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগের সেক্রেটারি এ্যাডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ সমাজের প্রভাবশালী এলিট শ্রেণী, মহিলা ও যুব সমাজসহ সর্বস্তরের শ্রেণী-পেশার মানুষের কাছে ইসলামের উন্নত আদর্শের দাওয়াত পৌঁছে দিতে জামায়াতের নেতা-কর্মীদেরকে এগিয়ে আসার এবং একটি পরিবর্তিত উন্নত বিশ্ব গড়ার অংশীদার হওয়ার আহবান জানান।

যুব সমাজকেই সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে হবে - এ্যাডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ

বিশ্ব যুব দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী লালমনিরহাট জেলার যুববিভাগের উদ্যোগে ১২ আগস্ট ২০২১ যুববিভাগের জেলা সভাপতি, জেলা কর্মপরিষদ সদস্য, সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট ফিরোজ হায়দার লাভলুর সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগের সেক্রেটারি এ্যাডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও

রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের সম্মানিত টিম সদস্য অধ্যাপক আজিজুর রহমান সরকার, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও লালমনিরহাট জেলা আমীর অধ্যাপক আতাউর রহমান।
আলোচনা সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর মাওলানা হাবিবুর রহমান, জেলা সেক্রেটারি এ্যাডভোকেট আবু তাহের, জেলা সহকারী সেক্রেটারি হাফেজ শাহ আলম, জেলা কর্মপরিষদ সদস্য ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জেলা সভাপতি জনাব আবু রায়হান, ঢাকা মহানগরী উত্তরের আই বি ডাব্লিউ এফ এর সেক্রেটারী জনাব আনোয়ারুল ইসলাম রাজু, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি জনাব জাহাঙ্গীর আলম, লালমনিরহাট জেলা সভাপতি হাফেজ ইউনুস আলী প্রমুখ।
প্রধান অতিথি এ্যাডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ বলেন, "পৃথিবীর ইতিহাসে নবী-রাসূলগণ যুবকদের সাথে নিয়েই দাওয়াত ইলাল্লাহ এবং ইসলামী বিপ্লব সফল করেছেন। তাই আজকের প্রেক্ষাপটে দুর্নীতি, মাদক ও জুলুম মুক্ত রাষ্ট্র গঠনে যুবসমাজের ভূমিকার বিকল্প নেই। একটি দেশের সমাজ পরিবর্তনের জন্য এবং যে কোনো বিপ্লবের জন্য যুবকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ফরাসি বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং ইসলামের বিজয়সহ পৃথিবীতে যত বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে সবক্ষেত্রে যুবকদের ভূমিকা ছিল অনন্য।"
এ্যাডভোকেট আকন্দ বলেন, "এক গবেষণায় দেখা গেছে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৪০% হচ্ছে যুবক। এই যুবকদের টার্গেট করে মাদকের বিস্তার ও মাদক ব্যবসার চক্রান্ত হচ্ছে। একটি কুচক্রী মহল মাদক ব্যবসায় জড়িয়ে যুব সমাজকে ধ্বংস করতে চায়। এই চক্রের অপতৎপরতা রোধ করতে না পারলে দেশের তরুণ ও যুব সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে।"
এ্যাডভোকেট আকন্দ আরো বলেন, "শুধু আইন তৈরি করে মাদক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। দেশের তরুণ ও যুব সমাজকে ইসলামের নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে হবে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দেশের তরুণ ও যুবকদের ইসলামের আলোকে উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠনে কাজ করে যাচ্ছে। যুবসমাজের অন্তরে আল্লাহভীতি পয়দা করে তাদেরকে যোগ্য ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে তৈরি করতে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবির নানা প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করে থাকে। এ কারণেই জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের মাঝে মাদক সেবন ও মাদক ব্যবসায় জড়িত থাকার কোনো নজির আজ পর্যন্ত কেউ দেখাতে পারেনি। তাই মাদকসহ নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে জাতিকে বাঁচাতে এবং মানবতার মুক্তির জন্য জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের জাতি গঠনমূলক কাজে ঐক্যবদ্ধভাবে সহযোগিতা করার আহ্বান জানাচ্ছি।"

চাঁপাইনবাবগঞ্জে বজ্রপাতে নিহতদের স্বজনদের পাশে জামায়াত নেতৃবৃন্দ
জামায়াতে ইসলামী সবসময় মানুষের বিপদে মুসিবতে পাশে দাঁড়ায়
- নূরুল ইসলাম বুলবুল

চাঁপাইনবাবগঞ্জ শিবগঞ্জ উপজেলার বজ্রপাতের মর্মান্তিক ঘটনায় নিহত ও আহতদের পরিবারকে সহমর্মিতা জ্ঞাপন, তাদের খোঁজ খবর-নেয়া ও স্বজনদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আমীর জননেতা নূরুল ইসলাম বুলবুল।
০৪ আগস্ট ২০২১ বুধবার দুপুরে বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় গতকাল বৃহস্পতিবার সকালেই নিহত ও আহতদের বাড়ি ছুটে যান জামায়াত নেতৃবৃন্দ। এ সময় সদর উপজেলার নারায়নপুর ইউনিয়নের ডাইলপাড়া ও চরবাগডাঙ্গা ইউনিয়নের জনতার হাট গ্রামে পৃথক পৃথক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে নিহত ১৭ জনের প্রত্যেক পরিবারকে ৫০ হাজার টাকা ও আহত প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করে প্রদান করা হয়।
জামায়াতে ইসলামীর চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা আমীর মাওলানা আবুজর গিফারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও রাজশাহী অঞ্চল পরিচালক অধ্যক্ষ সাহাবুদ্দিন, কেন্দ্রীয়

কর্মপরিষদ সদস্য অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি আবু বকর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো: মোখলেসুর রহমান, সদর উপজেলা আমীর অধ্যাপক মোঃ আমানুল্লাহ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর শিবিরের সভাপতি মেহেদি হাসানসহ স্থানীয় জামায়াত ও শিবিরের নেতৃবৃন্দ।
সভায় নূরুল ইসলাম বুলবুল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেন, আমরা আজ ব্যথিত হৃদয় নিয়ে আপনাদের কাছে এসেছি, এই এলাকার মানুষের উপর একটি বড় ধরনের বিপদ এসেছে। বিপদ মুসিবত আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। প্রত্যেক মানুষকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আজ যারা মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের আজ হোক কাল হোক মৃত্যুবরণ করতে হতো। তিনি কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আল্লাহ বলছেন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে ভয়, ক্ষুধা, জীবনের ক্ষতি, সম্পদের ক্ষতি, ব্যবসার ক্ষতির মধ্যেমে তোমাদের পরীক্ষা করা হবে। আর যারা ধৈর্যশীল তাদের জন্য সুসংবাদ। তিনি বলেন, আমরা আপনাদের একজন ভাই হিসেবে আপনাদের কাছে ছুটে এসেছি, জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় আমীর ডা: শফিকুর রহমান আপনাদের সালাম দিয়েছেন। তার পক্ষ থেকেই আমরা আপনাদের কাছে ছুটে এসেছি। এলাকার শোকাহত মানুষের খোজ খবর নেয়ার জন্য, সমবেদনা জানানোর জন্য এসেছি।
তিনি বলেন, গণমানুষের সংগঠন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সব সময় মানুষের বিপদে মুসিবতে পাশে থাকার চেষ্টা করেছে। সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই আজ আমরা আপনাদের কাছে এসেছি। জামায়াতে ইসলামী জনতাকে সাথে নিয়ে এদেশকে একটি জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সমস্যাগ্রস্ত এই সমাজে একমাত্র ইসলামই পারে সঠিক পথ দেখাতে।
এ সময় জননেতা নূরুল ইসলাম বুলবুল নিহতদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে তাদেরকে শহীদ হিসেবে কবুল করার জন্য ও তাদের পরিবার-পরিজনদের ধৈর্যধারণ এবং এই শোক কাটিয়ে উঠার তাওফিক কামনা করে মহান আল্লাহ সাহায্য কামনা করেন।
কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য অধ্যক্ষ শাহাবুদ্দিন বলেন, প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। আমাদের সর্বোচ্চ ধৈর্যের সাথে আল্লাহ তায়লার ফায়সালা হিসেবে মেনে নিতে হবে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর চার দফা কর্মসূচি হচ্ছে সমাজ সেবা ও সমাজ সংস্কার। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবে আপনাদের বিপদের দিনে আমরা এখানে এসেছি। তিনি আল্লাহ তায়ালার নিকট তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদেন প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।
অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বলেন, মৃত্যু কখন কোথায় হবে তা আমাদের জন্মের পূর্বেই নির্ধারিত। আমি দোয়া করি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে যাতে সকলকে আল্লাহ জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করেন।
জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা আবু জার গিফারী বলেন, আমাদের সর্বাবস্থায় আল্লাহর ফায়সালা মেনে নিতে হবে। আল্লাহ যা দেন তা আমাদের ভালোর জন্যই দেন। আমরা সর্বোচ্চভাবে সকলের সহযোগিতা করব ইনশাআল্লাহ। তিনি উপস্থিত সকলকে নিয়ে মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন।
উল্লেখ্য, গত বুধবার দুপুরে শিবগঞ্জ উপজেলার পাঁকা ইউনিয়নের পদ্ম নদীর দক্ষিণপাঁকা ঘাটে গ্রামের প্রায় ৪০ জন মানুষ নৌকাযোগে শিবগঞ্জ উপজেলার পাঁকা ইউনিয়নের দক্ষিণপাঁকা তেররশিয়া গ্রামের মো. হোসেন আলীর মেয়ের বৌ ভাতের অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলেন। পথে বৃষ্টি শুরু হলে দক্ষিণপাঁকা ঘাট এলাকায় নৌকা থেকে নেমে ঘাটের ঘরে আশ্রয় নেন। এসময় বজ্রপাত ঘটলে ঘাটের ঘরের মধ্যে থাকা ৫ জন মহিলাসহ ১৭ জন মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। এ ঘটনায় পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। একটি আনন্দঘন অনুষ্ঠানে মুহূর্তেই শোকের ছায়া নেমে আসে।

গাজীপুর মহানগর জামায়াতের ঈদ পুনর্মিলনী
সেবার পরিধি বাড়িয়ে ইসলামের দাওয়াত মানুষের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে
- মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রিয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের আমীর জননেতা মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন বলেছেন, আমাদের সেবার পরিধি চাহিদার আলোকে আরো বাড়িয়ে মানুষের দোড়গোড়ায় হাজির হতে হবে। যেখানেই মানুষ অসহায় সেখানেই সেবা নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। একই সাথে ইসলামের শ্বাশত দাওয়াত জনগণের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। তিনি বলেন লকডাউনসহ বিভিন্ন কারণে দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ কর্ম ও আয় রোজগারহীন হয়ে পড়েছেন। এই অবস্থায় সরকারের নেয়া উদ্যোগ মোটেও আশাব্যঞ্জক নয়। তাই অসহায় মানুষকে বাঁচানোর তাগিদে আমাদেরকেই উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের সামান্য প্রচেষ্টায় যদি এসব মানুষের মুখে হাসি ফোটে এর বিনিময়ে আল্লাহ আমাদের নাজাত দিয়ে দিতে পারেন। তিনি রাজধানীর প্রবেশদ্বার গাজীপুর মহানগরকে ইসলামী আদর্শের আলোকে ঢেলে সাজানোর জন্য ইসলামী আন্দোলনের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান।

গাজীপুর মহানগর জামায়াত আয়োজিত ভার্চুয়াল ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদানকালে তিনি এসব কথা বলেন। রোববার রাতে মহানগর জামায়াতের আমীর ও কেন্দ্রিয় কর্মপরিষদ সদস্য অধ্যক্ষ এসএম সানাউল্লাহর সভাপতিত্বে ও নগর সেক্রেটারি মোঃ খায়রুল হাসানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম মহানগরী জামায়াতের আমীর কেন্দ্রিয় কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা মুহাম্মদ শাহজাহান, সিলেট মহানগর আমীর ও কেন্দ্রিয় শূরা সদস্য মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম ও বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রিয় সভাপতি সালাহউদ্দিন আইউবী। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন গাজীপুর মহানগর জামায়াতের নায়েবা আমীর অধ্যাপক মোঃ জামালউদ্দিন। প্রবাস থেকে অংশ নেন মোঃ গোলজার মোল্লা ও আলমগীর হোসেন রনি। রঙ্গন সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদের শিল্পীরা কুরআন তিলাওয়াত ও ইসলামী সংগীত পরিবেশন করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাওলানা শাহজাহান বলেন, ঈদুল আযহা ও কুরবানি থেকে শিক্ষা নিয়ে ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি নেতা-কর্মীকে হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তার পরিবারের সদস্যদের মতো জানবাজ ভুমিকা পালন করতে হবে। বিশেষ অতিথি মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম বলেন, যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে যেয়ে আমাদের নেতৃবৃন্দ শান্তচিত্তে হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে গিয়েছেন সেই ইসলামী আদর্শের বিজয়ের জন্য প্রয়োজনে আমরাও রক্ত ঢেলে দেবো। শিবির সভাপতি সালাহউদ্দিন আইউবী বলেন, সরকারের অদূরদর্শী সিদ্ধান্তে তরুণ শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। ইসলামী নৈতিকতার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে রক্ষা করতে হবে। ইসলামী ছাত্রশিবির সেই প্রচেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রতাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

বাংলাদেশ প্রতিদিন এর উপ-সম্পাদকীয় এর নিন্দা
অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে দেয়া বক্তব্যে সম্পূর্ণ মিথ্যা বানোয়াট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত : মতিউর রহমান আকন্দ

২ আগষ্ট ২০২১ দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় 'অবিরাম ষড়যন্ত্র' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে মরহুম অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের বিরুদ্ধে যে মিথ্যাচার করা হয়েছে তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগের সেক্রেটারি জনাব মতিউর রহমান আকন্দ ২ আগষ্ট প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন,

"২ আগষ্ট দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় 'অবিরাম ষড়যন্ত্র' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে জনাব শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক মরহুম অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের বিরুদ্ধে চরম মিথ্যাচার করেছেন। তিনি প্রকাশিত সম্পাদকীয়র এক জায়গায় 'যার প্রত্যক্ষ মদদে হাজার হাজার বাঙ্গালীকে খুন করা হয়েছিল' মর্মে মরহুম অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের বিরুদ্ধে যে বক্তব্য প্রদান করেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমরা তার এ মিথ্যা বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

ভাষা সৈনিক মরহুম অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশে ইসলামি আন্দোলনের একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বিপুল জনপ্রিয়তা, দেশপ্রেম এবং দায়ী ইলাল্লাহ হিসেবে তাঁর যে অসামান্য ভূমিকা ছিল তা এ দেশের মানুষের নিকট তাঁকে আজীবন স্মরণীয় করে রাখবে। মরহুম অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের নাগরিকত্ব মামলায় বাংলাদেশের মহামান্য সুপ্রীমকোর্ট এক ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেন। অধ্যাপক গোলাম আযম কাউকে খুন করেছেন, এ ধরনের কোনো অভিযোগ আজ পর্যন্ত দেশের কোথাও কেউ দায়ের করেনি।

অধ্যাপক গোলাম আযমের সন্তান সাবেক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুল্লাহিল আমান আল আযমী সম্পর্কে তিনি যে সব কথাবার্তা লিখেছেন, তা তাঁর মনগড়া বক্তব্য ছাড়া আর কিছু নয়। সাবেক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুল্লাহিল আমান আল আযমী পূর্ণ পেশাদারিত্বের সাথে একজন দেশপ্রেমিক সৈনিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর পিতার রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে তাঁকে প্রতিহিংসার শিকার হতে হয়েছে।

ভবিষ্যতে মরহুম অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের বিরুদ্ধে এ ধরনের মিথ্যাচার করা থেকে বিরত থাকার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।"

দু'টি পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের প্রতিবাদ
কোনো বেনামি দলকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা করার প্রশ্নই আসে না
- মতিউর রহমান আকন্দ

৪ আগষ্ট ২০২১ দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠায় 'নাশকতা পরিকল্পিত লক্ষ্য ছিল সরকার পতন' এবং দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠায় 'বিএনপিতেও ভুঁইফোড় সংগঠনের বিষফোড়া, নেপথ্যের পৃষ্ঠপোষক জামায়াত' শিরোনামে প্রকাশিত খবরগুলোতে জামায়াতকে জড়িয়ে যে সকল মিথ্যা বক্তব্য দেয়া হয়েছে তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় প্রচার সেক্রেটারি জনাব মতিউর রহমান আকন্দ ৪ আগষ্ট প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন,

"৪ আগষ্ট দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় 'নাশকতা পরিকল্পিত লক্ষ্য ছিল সরকার পতন' শিরোনামে প্রকাশিত খবরে জামায়াতকে জড়িয়ে যে বক্তব্য দেয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট এবং বাস্তবতা বিবর্জিত। সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য-উপাত্ত ও প্রমাণ ছাড়াই এ ধরনের রিপোর্ট প্রকাশ করা সাংবাদিকতা নীতিমালার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। প্রকাশিত খবরে '২৪ মার্চ বিএনপি-জামায়াতের নেতাদের সাথে বৈঠক করার পর ২৬ মার্চ সারা দেশে সরকারি স্থাপনায় অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর করা হয়' মর্মে যে কথা বলা হয়েছে তাতে সত্যের

লেশমাত্রও নেই। প্রতিবেদনে কোথায়? কখন? জামায়াতের কোন্ কোন্ নেতার সাথে বৈঠক করা হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়নি। এ থেকেই বুঝা যায় এ প্রতিদনটি সম্পূর্ণ বানোয়াট এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

অপরদিকে ৪ আগষ্ট দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠায় 'বিএনপিতেও ভুঁইফোড় সংগঠনের বিষফোড়া, নেপথ্যের পৃষ্ঠপোষক জামায়াত' মর্মে যে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারের মনগড়া বক্তব্য এবং পরিকল্পিত মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রতিবেদনে 'জাতীয়তাবাদী আদর্শের আদলে এসব সংগঠন প্রতিষ্ঠা হলেও এর পেছনের শক্তি ও বুদ্ধিদাতা হিসাবে কাজ করছে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি জামায়াতে ইসলামী। সুকৌশলে পর্দার আড়াল থেকে সবকিছুর জোগান দিচ্ছে দলটি' মর্মে জামায়াতের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট এবং ষড়যন্ত্রমূলক। শুধুমাত্র বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়েছে। আমরা বাংলাদেশ প্রতিদিন ও দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত এসকল মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর প্রতিবেদনের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

আমরা সুস্পষ্ট ভাষায় জানাতে চাই বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী একটি নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল। জামায়াত কখনো কোনো নাশকতা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও হঠকারিতায় বিশ্বাস করে না। অতীতে বিভিন্ন সময় জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে এ ধরনের নানা অপবাদ দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করা হলেও তারা সফল হতে পরেনি। এছাড়া জামায়াতে ইসলামি কখনো কোনো বেনামি দল বা সংগঠন বা কোনো দলের সহযোগী সংগঠনের সাথে সম্পর্ক রাখে না। অতএব, কোনো বেনামি দল বা সংগঠনকে পৃষ্ঠপোষকতা বা অর্থনৈতিক সহযোগিতা করার প্রশ্নই আসে না।

ভবিষ্যতে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এ ধরনের মিথ্যা, বানোয়াট এবং মনগড়া খবর প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকার জন্য আমি বাংলাদেশ প্রতিদিন এবং দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।"

আন্তর্জাতিক সংবাদ

অবশেষে পদত্যাগ করলেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মুহিউদ্দিন

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মুহিউদ্দিন ইয়াসিনের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীসভা রাজার কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছে। ১৬ আগস্ট ২০২১ দেশটির সংবাদ মাধ্যম মালয়ে মেইল-এর অনলাইন প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে।

মালয়েশিয়ার এক আইনপ্রণেতা খয়েরি জামালউদ্দিন ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে জানান, মন্ত্রিসভায় তার পদত্যাগের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। আশা করা যাচ্ছে, শিগগিরই জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন মুহিউদ্দিন। এর আগে মন্ত্রিসভার সদস্য ও নিজের রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের পদত্যাগের বিষয়টি মৌখিকভাবে জানান প্রধানমন্ত্রী মুহিউদ্দিন ইয়াসিন।

২০২০ সালে মালয়েশিয়ার পার্লামেন্ট দেওয়ান রাকাইয়েতের সদস্যদের ভোটে জিতে দেশের প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হন মুহিউদ্দিন ইয়াসিন। তবে তার পক্ষে ও বিপক্ষে পড়া ভোটের ব্যবধান অল্প থাকায় নিজের পদ ধরে রাখতে চাপের মুখে ছিলেন তিনি।

সম্প্রতি তার দলের কয়েকজন আইনপ্রণেতা বর্তমান ক্ষমতাসীন জোট সরকারের অন্যতম শরিক ও মালয়েশিয়ার বৃহত্তম রাজনৈতিক দল ইউনাইটেড মালয়স ন্যাশনাল অর্গানাইজেশনে (ইউএমএনও) যোগ দেওয়ার পর পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়।

এদিকে, করোনা মহামরি মোকাবিলায় ব্যর্থতা, স্বেচ্ছাচারিতা, মহামারি পরিস্থিতিতে অর্থনীতি পুনর্গঠনে সঠিক নির্দেশনা দিতে না পারা এবং অযৌক্তিকভাবে রাজাকে দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণার পরামর্শ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে মুহিউদ্দিন ইয়াসিনের বিরুদ্ধে।

গত জুলাই মাসের শেষদিকে তার পদত্যাগের দাবিতে মালয়েশিয়াজুড়ে বিক্ষোভ শুরু হয়। আন্দোলনের মুখে গত ৪ আগস্ট এক টেলিভিশন ভাষণে মুহিউদ্দিন ইয়াসিন ঘোষণা করেন, পার্লামেন্টের সদস্যরা তাকে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত কিনা, যাচাই করতে আগামী সেপ্টেম্বরে দেওয়ান রাকাইতে আস্থা ভোট চান তিনি।

উল্লেখ্য, বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাস মোকাবিলায় শুরু থেকে সফল হলেও এখন চরমভাবে অবনতি হয়েছে দেশটির। এ ছাড়া অর্থনীতি পুনর্গঠনে সঠিক নির্দেশনা দিতে না পারা এবং অযৌক্তিকভাবে রাজাকে দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণার পরামর্শ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে মুহিউদ্দিন ইয়াসিনের বিরুদ্ধে। এর মধ্যে কয়েক দিন ধরেই চলছে রাজনৈতিক অস্থিরতা। কয়েকজন আইন প্রণেতা বর্তমান ক্ষমতাসীন জোট সরকারের অন্যতম শরিক ও মালয়েশিয়ার বৃহত্তম রাজনৈতিক দল ইউনাইটেড মালয়াস ন্যাশনাল অর্গানাইজেশনে (ইউএমএনও) যোগ দেওয়ার পর অস্থিরতা আরও বেড়ে যায়।

৫৫ দেশে ইসলাম প্রচারকারী তুর্কি আলেমের ইন্তেকাল

বিখ্যাত ইসলাম প্রচারক শায়খ নেয়ামাতুল্লাহ তুর্কি ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। ইসলামের প্রচার-প্রসারে তিনি পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছেন। গত ৩০ জুলাই শুক্রবার তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলে তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল প্রায় ৯০ বছর। শায়খ নেয়ামাতুল্লাহ তুর্কি ছিলেন বিংশ শতাব্দীর একজন প্রাজ্ঞ আলেম ও দাঈ। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের শেষ সুলতান আবদুল হামিদের শাসনামলে বহু আলেমের কাছে তিনি শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি পবিত্র মদীনায় ১৫ বছর মসজিদের ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মক্কার জাবালে হেরা প্রান্তরের আন নূর মসজিদের ইমাম হিসেবে ১৫ বছর দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে তিনি ইস্তাম্বুলের বিখ্যাত সুলতান আহমদ মসজিদসহ বহু মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

নানা শ্রেণি ও পেশার মানুষের কাছে বিচিত্র পদ্ধতিতে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরতেন তিনি। ইউরোপ ও এশিয়ার ৫০টির বেশি দেশে তিনি ইসলাম প্রসারে সফর করেছেন। থাইল্যান্ড, জার্মানি, কোরিয়ার মদের বার থেকে অসংখ্য মদ্যপ লোককে মসজিদের আঙিনায় নিয়ে আসেন তিনি। মানুষের কাছে সহজভাবে হাসিমাখা মুখে ইসলামের কথা বর্ণনা করা ছিল তুর্কি এ আলেমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ১৯৮১ সালে চীন সরকারের

অনুমতিক্রমে দেশটিতে ১ হাজারের বেশি পবিত্র কুরআনের কপি পাঠিয়েছেন। তাছাড়া সাইবেরিয়াসহ রাশিয়ার বিভিন্ন এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রার মধ্যে শুধু সাদা জামা পরে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। সাদা জামা ছিল তার বিশেষ নিদর্শনের মতো। কেননা সর্বনিম্ন মাত্রার মতো সর্বোচ্চ তাপমাত্রার মধ্যেও তিনি সাদা জামা পরে থাকতেন। শায়খ নেয়ামাতুল্লাহ জাপানে ১৫ বছর অবস্থান করেন। এ সময় রাজধানী টোকিওতে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারে একটি ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন। জাপান, কোরিয়া, ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার লোক তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সূত্র : আল মুজাতামা।

ইসমাইল হানিয়া আবারও হামাসপ্রধান নির্বাচিত

ফিলিস্তিনী প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠন হামাসের প্রধান হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন ইসমাইল হানিয়া। ২ আগস্ট ২০২১ সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে হামাসের পক্ষ থেকে এ তথ্য সংবাদমাধ্যমকে জানানো হয়েছে। ২০১৭ সাল থেকে ইসমাইল হানিয়া এ পদে রয়েছেন। আবারও হামাসপ্রধান হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি সংগঠনে তার প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ আরও মজবুত করলেন বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। বিগত চার বছর ধরে হামাসের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ইসমাইল হানিয়া। সম্প্রতি সংগঠনের সদস্যদের অভ্যন্তরীণ ভোটাভুটিতে তিনি দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। কয়েক হাজার হামাস কর্মী এ ভোটে অংশ নেন বলে জানা গেছে।

২০০৬ সালের নির্বাচনে ২০ লাখ অধিবাসী অধ্যুষিত গাজার প্রশাসনিক ক্ষমতা পায় হামাস। মূলত তখন থেকেই ফিলিস্তিনের আরেক রাজনৈতিক দল ফাতাহর সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে থাকে হামাসের।

মর্যাদা কেড়ে নেয়ার ২ বছর স্বাভাবিক হয়নি কাশ্মীর পরিস্থিতি

ভারতশাসিত কাশ্মীরের বিশেষ সাংবিধানিক মর্যাদা বিলোপ করে রাজ্যটিকে কেন্দ্রশাসিত দুটি অঞ্চলে বিভক্ত করার পর কেটে গেছে দু'বছর। ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তটি নেয় বিজেপি সরকার। এরপরই অঞ্চলটিতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। প্রায় ১ বছর গৃহবন্দী রাখা হয় বেশ ক'জন নেতাকে। ২ বছর পর এখনো স্বাভাবিক হয়নি কাশ্মীর পরিস্থিতি। নিরাপত্তা বাহিনীতে কর্মরত স্থানীয়দের এবং বেসামরিক লোকদের টার্গেট করে এখনো হামলা চালাচ্ছে সন্দেহভাজন স্বাধীনতাকামীরা।

হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ। ১৯৪৭ সালের পর ভারতের স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা পেলেও বর্তমানে কেন্দ্রের শাসনে চলছে অঞ্চল দুটি। নরেন্দ্র মোদি সরকার পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের ব্যাপক সমর্থন নিয়ে ভারতীয় সংবিধানের বিশেষ ধারা ৩৭০ ও ৩৫ এর 'ক' বিলোপ করে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দুটি তৈরি করে। ফলে স্বতন্ত্র রাজ্যের পরিবর্তে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ এখন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল।

ভারত সরকার কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসনের সাংবিধানিক অধিকার বিলোপ করার পর স্থানীয় বিচ্ছিন্নতাকামীদের মৃত্যুর হার বেড়ে গেছে। পাশাপাশি বেড়েছে বন্দুকযুদ্ধের ঘটনাও। ২০২০ সালে জম্মু ও কাশ্মীরে ২০৩ জন সন্দেহভাজন স্বাধীনতাকামী নিহত হয়েছে। যাদের মধ্যে ১৬৬ জনই স্থানীয়।

এমনকি নিহতদের মধ্যে ১৪ বছর বয়সীরাও আছে। এক সাক্ষাৎকারে কাশ্মীরের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তাকে জানান, অঞ্চলটিতে এ মুহূর্তে সক্রিয় স্বাধীনতাকামীর সংখ্যা ২ শতাধিক। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, কাশ্মীরে স্বাধীনতাকামী কার্যকলাপে স্থানীয়দের অংশগ্রহণ বাড়ছে।

কাশ্মীরে স্বাধীনতাকামীদের উত্থান ও প্রসারের বিষয়ে বরাবরই পাকিস্তানকে দোষারোপ করে আসছে ভারত। আর প্রতিবারই তা প্রত্যাখ্যান করেছে পাকিস্তান। তবে দিল্লিভিত্তিক এক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরোধিতাই স্থানীয় কাশ্মীরিদের বেশি সংখ্যায় স্বাধীনতাকামীদের দলে যোগদানের কারণ হতে পারে।

ভারত সরকার বলছে, ৩৭০ ধারা বাতিলের পর কাশ্মীরে উন্নয়নমূলক কাজ শুরু হয়। অন্যদিকে বিরোধীদের দাবি, ধারা বাতিলের পর কোনো উন্নতি হয়নি, বরং ধস নেমেছে অঞ্চলটির পর্যটন খাতে। এমনকি ২০১৯ সালের পর ৫ লাখ কাশ্মীরি চাকরি হারিয়েছেন। তবুও স্থানীয়রা আশা করছেন, আবারো কাশ্মীরে ফিরবে সুদিন।

চাপের কাছে মাথা নত করবে না ইরান: ইরানের নতুন প্রেসিডেন্ট

ইরানের নতুন প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি বলেছেন, মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে যেকোনো কূটনৈতিক তৎপরতাকে তেহরান সমর্থন করবে। কিন্তু কোনো চাপের কাছে মাথা নত করবে না তাঁর দেশ। রাইসি শপথ নেয়ার পর এসব কথা বলেন। বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। পার্লামেন্টে রাইসি বলেন, 'ইরানের বিরুদ্ধে যেসব নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, তা অবশ্যই প্রত্যাহার কতে হবে। এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের লক্ষ্যে যেকোনো কূটনৈতিক পরিকল্পনা আমরা সমর্থন করব।' গত ১৮ জুনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হন অতিরক্ষণশীল রাইসি। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে চার বছরের মেয়াদে ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। তিনি পার্লামেন্ট অধিবেশনে অংশ নেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেয়ার পর রাইসি তাঁর সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেন। তিনি বলেন, চাপ ও নিষেধাজ্ঞা আরোপের যে কৌশল নেয়া হয়েছে, তা দিয়ে ইরানকে থামিয়ে রাখা যাবে না। ইরান তার অধিকার আদায়ে কাজ করে যাবে। ৬০ বছর বয়সী এই সাবেক প্রধান বিচারপতি বলেন, আঞ্চলিক দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে প্রাধান্য দেবে তাঁর সরকার। তিনি বলেন, এই অঞ্চলের প্রতিটি দেশ, বিশেষ করে প্রতিবেশীদের প্রতি তিনি বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এই অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার সক্ষমতা ইরানের রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদের বিরোধী আমেরিকা

ভারত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ ও ভেটো ক্ষমতা লাভের যে চেষ্টা করছে তার বিরোধিতা করেছে ওয়াশিংটন। কোনও মার্কিন কর্মকর্তার নাম উল্লেখ না করে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসনের এই বিরোধিতার কথা জানিয়েছে রুশ বার্তা সংস্থা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৪ সালে প্রথমবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই নরেন্দ্র মোদি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ লাভের চেষ্টা শুরু করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক তিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ, বারাক ওবামা ও ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের এই আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করলেও বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের তাতে আপত্তি রয়েছে।

চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে দুই বছরের জন্য ভারতের পর্যায়ক্রমিক অস্থায়ী সদস্যপদের মেয়াদ শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শাসনামলে ভারত এই প্রথম নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ পেল। এছাড়া, জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই নিয়ে ভারত অষ্টমবারের মতো নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদের অধিকারী হলো।

পাল্টাপাল্টি হামলা বিপজ্জনক- জাতিসংঘ
ইসরাইলী বিমান হামলার সমুচিত জবাব দেবে হিজবুল্লাহ

লেবাননে ইসরাইলী বিমান হামলার সমুচিত জবাব দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন দেশটির সামরিক-রাজনৈতিক সংগঠন হিজবুল্লাহর প্রধান হাসান নসরুল্লাহ। টেলিভিশনে দেয়া এক ভাষণে এ কথা বলেন তিনি।
২০১৪ সালের পর গত বৃহস্পতিবার লেবাননে প্রথম বিমান হামলা চালায় ইসরাইল। এ হামলার জবাবে পরদিন ইসরাইলের দিকে রকেট ছোড়ে হিজবুল্লাহ। আবার সেদিনই লেবানন লক্ষ্য করে গোলা ছোড়ে ইসরাইলী সেনাবাহিনী। দুই পক্ষের এই পাল্টাপাল্টি হামলাকে 'খুবই বিপজ্জনক' বলে অভিহিত করেছে জাতিসংঘ।
২০০৬ সালের ১৪ আগস্ট ইসরাইল ও লেবাননের মধ্যে চলা টানা ৩৩ দিনের যুদ্ধের সমাপ্তি হয়। যুদ্ধ সমাপ্তির বর্ষপূর্তির প্রাক্কালে টেলিভিশনে ভাষণ দেন হিজবুল্লাহ প্রধান। হাসান নসরুল্লাহ বলেন, 'আমরা আমাদের শত্রুদের বলে দিতে চাই, লেবাননে ইসরাইলী বিমানবাহিনীর যেকোনো হামলার জবাব অবশ্যই দেওয়া হবে। আর সেই জবাব হবে জুতসই ও সমানুপাতিকভাবে। কারণ, আমরা আমাদের দেশ রক্ষার কাজ করতে চাই।'
গত সপ্তাহের ইসরাইলী হামলা 'খুবই ভয়ংকর পরিস্থিতি' ডেকে এনেছে বলে উল্লেখ করেন হিজবুল্লাহ প্রধান। তবে তিনি এ কথাও বলেন যে তাঁর সংগঠন যুদ্ধ চায় না। কিন্তু প্রয়োজন হলে তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত বলেও সতর্ক করে দেন হাসান নসরুল্লাহ। ইসরাইলও বলছে, একটি সর্বাত্মক যুদ্ধ বাধুক, তা তারা চায় না।
ইসরাইলে হিজবুল্লাহর রকেট হামলা বন্ধ করতে লেবানন সরকারের প্রতি শুক্রবার আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ২০০৬ সালে টানা ৩৩ দিনের যুদ্ধে লেবাননের ১ হাজার ২০০ মানুষ নিহত হয়। তাদের বেশির ভাগই ছিল বেসামরিক লোকজন। অন্যদিকে ইসরাইলী পক্ষে নিহত হয় ১৬০ জন। পরে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় একই বছরের ১৪ আগস্ট যুদ্ধবিরতি হয়।

তিউনিসিয়ায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার আহ্বান এরদোগানের

তিউনিসিয়ার পার্লামেন্ট স্থগিত এবং প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত করার পর দেশটির প্রেসিডেন্ট কায়েস সাঈদের সাথে টেলিফোনে কথা বলেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়েব এরদোগান। আলাপে তিউনিসিয়ায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এরদোগান। তুর্কি প্রেসিডেন্ট বলেন, তিউনিসিয়ায় স্থিতিশীলতা, শান্তি এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতেই পুরো অঞ্চলের মঙ্গল নিহিত রয়েছে। তিউনিসিয়া এ 'সঙ্কট কাটিয়ে উঠবে' বলে অভিমত তুরস্কের প্রেসিডেন্টের।
এরদোগান বলেন, এ সঙ্কটের মধ্যে পার্লামেন্টকে কার্যকর রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে বিক্ষোভের মুখে উত্তর আফ্রিকার দেশ তিউনিসিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিশাম মেশিশিকে বরখাস্ত করে পার্লামেন্ট স্থগিত ঘোষণা করেন প্রেসিডেন্ট কায়েস সাঈদ। প্রেসিডেন্ট সাঈদ জানান, নতুন একজন প্রধানমন্ত্রীর সহায়তায় তিনি নির্বাহী ক্ষমতা গ্রহণ করবেন। প্রেসিডেন্ট সাঈদ বলেন, তিউনিসিয়া এবং তার নাগরিকদের রক্ষার জন্য যে পদক্ষেপ প্রয়োজন ছিল সেটিই নেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত করার পরিপ্রেক্ষিতে আন নাহদা পার্টি তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট কায়েস সাঈদের বিরুদ্ধে 'অভ্যুত্থানের' অভিযোগ আনে। আর এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে দেশটিতে মাসব্যাপী রাত্রিকালীন কারফিউ জারি করেন প্রেসিডেন্ট সাঈদ।
মধ্যপ্রাচ্যে ২০১১ সালে আরব বসন্ত নামে যে গণবিক্ষোভ ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন শুরু হয়েছিল তার সূচনা ছিল এই তিউনিসিয়াতেই। সেখান থেকে দাবানলের মতোই গণতন্ত্রপন্থী বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল আরব বিশ্বের এক বিরাট অংশজুড়ে। এর পরের কয়েক মাসে পতন ঘটেছিল ওই অঞ্চলের কয়েকটি শাসকচক্রের। কিন্তু তার ১০ বছর পর সেই আরব বসন্তের সুতিকাগার তিউনিসিয়া পতিত হয়েছে গুরুতর সঙ্কটে যদিও সেই পটপরিবর্তনের পর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় একমাত্র এই দেশটিই সাফল্য পেয়েছিল বলে মনে করা হয়।

আলজেরিয়ায় দাবানলে ৬৫ ব্যক্তির মৃত্যু, পুড়ছে গ্রিস-ইতালি

আলজেরিয়ায় দাবানলে অন্তত ৬৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন। আলজেরিয়া সরকার বলছে, আগুন লাগানো হয়েছে উদ্দেশ্যমূলকভাবে। তীব্র দাবদাহ ও শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে তা দাবানলে রূপ নিয়েছে। অন্যদিকে টানা নয়দিন ধরে গ্রিসের বিস্তৃর্ণ এলাকা দাবানলের আগুনে পুড়ছে। তুরস্ক, ইতালিসহ ভূমধ্যসাগরের উভয় পাশের দেশগুলোয় দশকের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বিরাজ করছে। জ্বলছে দাবানলের আগুন।

আলজেরিয়ার উত্তরাঞ্চলের ১৮টি প্রদেশের ৭০টির বেশি স্থানে দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে। দাবানল সবচেয়ে ভয়াবহ আকার নিয়েছে কাবিলি অঞ্চলের বেজাইয়ে ও তিজি ওউজৌ জেলায়। রাজধানী আলজিয়ার্সের পূর্বে অবস্থিত এ অঞ্চলে আগুন সবকিছু গ্রাস করছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কিছু ছবিতে দেখা যায়, কাবিলির পাহাড়ি বন পুড়ে বিশাল ধোঁয়ার কুণ্ডলী সৃষ্টি হয়েছে। অঞ্চলটির তিজি ওউজৌ এলাকার ১০টি স্থানে আগুন জ্বলছে। দাবানলে দেশটিতে অন্তত ৬৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ২৮ সেনাসদস্য রয়েছেন। তাঁরা আগুন নেভানোর কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

নিহতদের স্মরণে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছেন আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট আবদেল মাদজিদ তেবিউন। এক টুইট বার্তায় তিনি বলেন, 'বেজাইয়ে ও তিজি ওউজৌ এলাকার ১০০ জনের মতো বাসিন্দাকে সফলভাবে উদ্ধার করার পর ২৮ জন সেনা শহীদ হয়েছেন বলে জানতে পেরেছি। এ ঘটনা আমাকে খুবই মর্মাহত করেছে।'

শোকবাণী

মেজবাহ উদ্দিন নাঈমের স্ত্রীর ইন্তিকালে আমীরে জামায়াতের শোক

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী উত্তরের উত্তরা মডেল থানা শাখার আমীর, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি জনাব মেজবাহ উদ্দিন নাঈমের স্ত্রী, জামায়াতে ইসলামীর সদস্য (রুকন), উত্তরা মডেল থানা শাখার ১৩ নং সেক্টর ওয়ার্ড মহিলা বিভাগের সভানেত্রী ও ইসলামী ছাত্রীসংস্থার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভানেত্রী মোছাঃ মনিরা বেগম দীর্ঘদিন যাবত ক্যানসার রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি ৫ আগস্ট রাত ১০টায় ৩৮ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি স্বামী ও ছোট ছোট ৩ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গিয়েছেন। ৬ আগস্ট সকাল সাড়ে ৯টায় উত্তরা ১২ নং সেক্টর কবর স্থান মাঠে জানাযা শেষে তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয়েছে। জানাযায় ইমামতি করেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান। জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর ও সাবেক এমপি মাওলানা আনম শামসুল ইসলাম, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আবদুল হালিম, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগের সেক্রেটারি জনাব মতিউর রহমান আকন্দ, ঢাকা মহানগরী উত্তরের সেক্রেটারি ড. মোঃ রেজাউল করিম ও সহকারী সেক্রেটারি লস্কর মোঃ তসলিমসহ মহানগরীর বিভিন্ন পর্যায়ের আরো অনেক নেতৃবৃন্দ জানাযায় উপস্থিত ছিলেন।

মোছাঃ মনিরা বেগমের ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ০৬ আগস্ট ২০২১ এক শোকবাণী প্রদান করেছেন।

শোকবাণীতে তিনি বলেন, মোছাঃ মনিরা বেগমের ইন্তিকালে আমরা ইসলামী আন্দোলনের একজন নিবেদিত প্রাণ দাঈ বোনকে হারালাম। তিনি ছাত্রীজীবন থেকেই স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে আদর্শ নাগরিক তৈরীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সেই সাথে মহিলাদের মাঝে

ইসলামী আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে তাঁর অনেক অবদান রয়েছে। তিনি ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে গিয়েছেন। আমি তাঁর ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করছি।
শোকবাণীতে তিনি আরো বলেন, ইতোমধ্যে তিনি দুনিয়ার সফর শেষ করেছেন। শুরু হয়েছে তাঁর অনন্তকালের সফর। এই সফরে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর একান্ত সাহায্যকারী হোন। কবর থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রত্যেকটি মঞ্জিলকে তাঁর জন্য সহজ, আরামদায়ক ও কল্যাণময় করে দিন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর জীবনের সকল নেক আমল কবুল করে তাঁকে জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করুন, তার পরিবার-পরিজনকে সবরে জামিল দান করুন এবং তার ছোট ছোট তিন কন্যাকে তাঁর নিজ জিম্মায় লালিত-পালিত করুন, আমীন।

মাওলানা নূর মুহাম্মাদ এর ইন্তিকালে আমীরে জামায়াতের শোক

সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকার সাবেক প্রিন্সিপাল মাওলানা নূর মুহাম্মাদের ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ০৯ আগস্ট ২০২১ এক শোকবাণী প্রদান করেছেন।
শোকবাণীতে তিনি বলেন, উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম, সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকার সাবেক প্রিন্সিপাল, ফেনী জেলার কৃতি সন্তান অধ্যক্ষ মাওলানা নূর মুহাম্মাদ আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে ৮ আগস্ট রাত সাড়ে ১০টায় রাজধানী ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আমি তাঁর ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করছি।
শোকবাণীতে তিনি আরো বলেন, মাওলানা নূর মুহাম্মাদ ছিলেন আলেম-উলামা ও তৌহিদী জনতার প্রিয় রাহবার। তিনি সারা জীবন ইসলামের খেদমত করে গিয়েছেন। দেশে-বিদেশে রয়েছে তাঁর অসংখ্য ছাত্র ও শুভানুধ্যায়ী। ইসলামী শিক্ষার বিস্তার ও প্রসারে তাঁর অনেক মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে। তিনি ছিলেন হাজারো আলেমের উস্তাদ। ইলমে দ্বীনের খেদমতের জন্য এ দেশের মানুষ তাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। তার ইন্তিকালে জাতি একজন খ্যাতিমান আলেমে দ্বীনকে হারাল। তার শূন্যতা সহজে পূরণ হবার নয়।
আল্লাহ্ তাআলা দ্বীনের এই রাহবারকে ক্ষমা করুন, জীবনের সকল নেক আমলসমূহ কবুল করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসে উচ্চ মাকাম দান করুন। তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজন, সহকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এ শোকে ধৈর্যধারণ করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

কৃষিবিদ ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম এর ইন্তিকালে আমীরে জামায়াতের শোক

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর ও সাবেক এমপি ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোঃ তাহেরের ছোট বোনের স্বামী, সাবেক উপ-সচিব কৃষিবিদ ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১১ আগস্ট সকাল পৌণে ১০টায় ৬০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও ২ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গিয়েছেন। ১১ আগস্ট বাদ আসর ধানমণ্ডি ঈদগাহ মাঠে জানাযা শেষে তাঁকে বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।
কৃষিবিদ ড. মোঃ সিরাজুল ইসলামের ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ১১ আগস্ট ২০২১ এক শোকবাণী প্রদান করেছেন।
শোকবাণীতে তিনি বলেন, ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম বাংলাদেশ সরকারের উপ-সচিব হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি দেশের কৃষির উন্নয়নে কাজ করে গিয়েছেন। আমি তাঁর ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করছি।

শোকবাণীতে তিনি আরো বলেন, ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম (রাহিমাহুল্লাহ)-কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ক্ষমা ও রহম করুন এবং তাঁর কবরকে প্রশস্ত করুন। তার গুণাহখাতাগুলোকে ক্ষমা করে দিয়ে নেকিতে পরিণত করুন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর জীবনের সকল নেক আমল কবুল করে তাঁকে জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করুন এবং তাঁর শোকাহত পরিবার-পরিজনদেরকে এ শোক সহ্য করার তাওফিক দান করুন।

নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের ইন্তেকালে জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান পৃথক পৃথকভাবে শোকবাণী দিয়েছেনঃ

১. মোসাম্মা রহিমা বেগম, প্রবীণ মহিলা সদস্য (রুকন), রামগঞ্জ উপজেলা শাখা, লক্ষ্মীপুর।
২. মনোয়ারা বেগম (৭০), মহিলা সদস্য (রুকন), পাবনা পৌরসভা শাখা।
৩. মোসাঃ শাহিদা বেগম (৫৮), মহিলা সদস্য (রুকন), সদর উপজেলা শাখা, ঠাকুরগাঁও।
৪. মুহাম্মাদ জয়নাল আবেদীন (৬২), সদস্য (রুকন), চৌদ্দগ্রাম দক্ষিণ সাংগঠনিক উপজেলা শাখা, কুমিল্লা।
৫. জনাব মোঃ আবদুল হক (৯৫), প্রবীণ সদস্য (রুকন), বাবুগঞ্জ উপজেলা, বরিশাল পূর্ব সাংগঠনিক জেলা।
৬. জনাব আব্দুল আজিজ মোল্লা (৫৫), সদস্য (রুকন), সদর উপজেলা, ফরিদপুর জেলা।
৭. রোমেছা বেগম (৬০), মহিলা সদস্য (রুকন), বাসাইল উপজেলা, টাঙ্গাইল।
৮. ইঞ্জিনিয়ার আবদুল মতিন (৯৫), প্রবীণ সদস্য (রুকন), সোনাইমুড়ি উপজেলা শাখা, নোয়াখালী।
৯. বেগম নাসরিন নাহার (৫৭), মহিলা সদস্য (রুকন), খুলনা মহানগরী শাখা।
১০. আবু বকর মোল্লা (৭০), প্রবীণ সদস্য (রুকন), নড়িয়া উপজেলা শাখা, শরীয়তপুর জেলা।
১১. মাওলানা ইসহাক আলী (৮৫), প্রবীণ সদস্য (রুকন), মিঠাপুকুর উপজেলা শাখা, রংপুর।
১২. জনাব মুহাম্মাদ আতাউর রহমান (৬৮), প্রবীণ সদস্য (রুকন), মংলা পৌরসভা শাখা, বাগেরহাট।
১৩. তৈয়ব আলী মাস্টার (৯০), সদস্য (রুকন), শিবগঞ্জ উপজেলা শাখা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
১৪. মাওলানা এবিএম শামছুল আলম (৫৬), সাবেক আমীর, পুবাইল থানা শাখা, গাজীপুর মহানগরী।
১৫. জনাব হোসাইন আহমাদ, সদস্য (রুকন), নোয়াখালী শহর।
১৬. আজিজুল বারী (আব্দুল মান্নান), সদস্য (রুকন), আধুনিক প্রকাশনীর সাবেক এজিএম।
১৭. আকলিমা খাতুন, মহিলা সদস্য (রুকন), পাবনা শহর।
১৮. জনাব ইসহাক আলী (৮৫), সদস্য (রুকন), বোচাগঞ্জ উপজেলা শাখা, দিনাজপুর উত্তর জেলা।

কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী